চতুর্থ বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
চতুর্থ বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২৩

প্রকাশক:
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স-২ (তৃতীয় তলা)
১ মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০-২-২২২২২৪১৮৩
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-২২২২২৪১৬৫
ই-মেইল: info@bac.gov.bd
ওয়েব: www.bac.gov.bd

বিএসি প্রকাশনা নম্বর- ০৪

© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত:
প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বার্ষিক প্রতিবেদন বা এর কোনো অংশ মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ/ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্রণ: প্রেস এর নাম

প্রধান সম্পাদক

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

উপদেষ্টা মন্ডলী

জনাব ইসতিয়াক আহমদ, পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম, পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা, পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর, পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

সম্পাদক মন্ডলী

প্রফেসর পারভেজ আক্তার, সংযুক্তি, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
প্রফেসর নাসির উদ্দীন আহাম্মেদ, পরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
জনাব গৌতম চন্দ্র রায়, পরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন, পরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
জনাব ফারজানা শারমিন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর, উপপরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
জনাব স্নিগ্ধা বাউল, উপপরিচালক ও একান্ত সচিব, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

Fourth Annual Report
2022-23
Published by Bangladesh Accreditation Council

মুখবন্ধ

উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী একটি স্বতন্ত্র সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালের ৯ আগস্ট সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশ আক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ অনুযায়ী কাউন্সিল প্রতি অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের বিবরণ, হিসাব এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সরকারের নিকট পেশ করে। এ কার্যবিধির পরিক্রমায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। কাউন্সিলের সার্বিক কার্যাদির একটি সচিত্র রূপরেখা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা, সেবা ও শিল্পখাতের উন্নয়ন, আধুনিক ও উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ায় প্রত্যয়ী। সাশ্রয়ী, টেকসই ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশে মেধা ও পরিশ্রমের সুষম মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে আগামীর বাংলাদেশ। স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রধান চারটি ভিত্তি। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রয়োজন স্মার্ট নাগরিক। প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে সুযোগ লাভ, যুগপৎ শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতে কার্যকরভাবে দেশি ও বিদেশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য গ্র্যাজুয়েটদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন অপরিহার্য। এছাড়াও পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে গ্র্যাজুয়েটদের খাপ খাওয়ানোর জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করা আবশ্যক।

বর্ধিষ্ণু উচ্চশিক্ষার যথাযথমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এসব প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২ সালের ২০জুলাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনষ্টিটিউটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের হাতিয়ার Bangladesh National Qualifications Framework (স্তর ৭ থেকে ১০)। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) বাস্তবায়ন এবং এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের বিষয়ে শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের সংস্কৃতি তৈরিতে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কার্যক্রমকে সামনে রেখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২০২২-২৩ অর্থবছরে চারটি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, সিলেট, চট্রগ্রাম ও বরিশাল) চারটি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা আয়োজন করেছে। এ কর্মশালাগুলোতে মোট ৬১৩জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কাউন্সিল আয়োজিত ১২ দিনব্যাপী ১টি বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭জন শিক্ষক, বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ২১৮জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

কাউন্সিল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানে ১০টি মানদণ্ডের আলোকে ৬৩টি নির্ণায়ক অনুমোদন করেছে। অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য এ অর্থবছরে ২৫জন অধ্যাপককে অ্যাকাডেমিক অডিটর হিসেবে কাউন্সিল অনুমোদন করেছে । বর্তমানে কাউন্সিলের অ্যাকাডেমিক অডিটর ৫৫জন। এছাড়াও ১২টি বিষয়ের Specific Requirements তৈরি করা হয়েছে। অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে প্রতিবেদনাধীন বছরে দেশের মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৯টি প্রোগ্রাম ইতোমধ্যে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অভিপ্রায় (Intent to Apply) ব্যক্ত করে আবেদন করেছে।

উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক নীতিমালা অনুসরণক্রমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়।

আন্তরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন কাউন্সিলের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে কাউন্সিল সচেষ্ট রয়েছে। কাউন্সিল ইতোমধ্যে Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্য পদ লাভ করেছে এবং যুক্তরাজ্যের Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) এর সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নিজস্ব রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

আমরা আশা করছি বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমাদের সকল অংশীজন কাউন্সিলের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম ও অর্জন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। প্রতিবেদনটি প্রণয়ন ও মুদ্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট আমার সকল সহকর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

‘মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে।’

‘সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই।’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

১	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল			১
	১.১	ভূমিকা		১
	১.২	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল -এর গঠন পদ্ধতি		২
	১.৩	কাউন্সিল গঠন		৩
২	গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন			৭
	২.১	রূপকল্প		৭
	২.২	অভিলক্ষ্য		৭
	২.৩	উদ্দেশ্যাবলি		৭
	২.৪	মূল্যবোধ		৮
৩	কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি			৮
৪	কাউন্সিলের জনবল			৮
	৪.১	কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী		৮
	৪.২	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদসৃজন ও নিয়োগ কার্যক্রম		৯
৫	কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ			১০
	৫.১	কাউন্সিল সভা		১০
		৫.১.১	নবম কাউন্সিল সভা	১০
		৫.১.২	দশম কাউন্সিল সভা	১১
		৫.১.৩	একাদশ কাউন্সিল সভা	১২
		৫.১.৪	দ্বাদশ কাউন্সিল সভা	১২
		৫.১.৫	ত্রয়োদশ কাউন্সিল সভা	১৩
		৫.১.৬	চতুর্দশ কাউন্সিল সভা	১৩
	৫.২	প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সেমিনার		১৪
		৫.২.১	IQAC সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১৫
		৫.২.২	বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৫
		৫.২.৩	উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা	১৫
		৫.২.৪	শিখনফল ভিত্তিক (Outcome based) কারিকুলাম প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৬
		৫.২.৫	ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৭
		৫.২.৬	শিক্ষা সফর	১৮
	৫.৩	উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সম্মেলন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন		১৮
	৫.৪	**Discipline Specific/Subject Specific** বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন, নির্ণায়কের বিষয় নির্দিষ্টকরণ ও চাহিদা প্রস্তুতকরণ		১৯
	৫.৫	কাউন্সিলের একাডেমিক অডিটর নির্বাচন		২১
	৫.৬	ওয়েবসাইট প্রস্তুত/নির্মাণ		২২
	৫.৭	অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় (Intent to Apply)		২৩
	৫.৮	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ		২৩
	৫.৯	মাননীয় উপমন্ত্রী'র কাউন্সিল কার্যালয় পরিদর্শন		২৪
	৫.১০	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)		২৪
	৫.১১	গবেষণা কার্যক্রম		২৫
	৫.১২	আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্ক ও অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সি সমূহের সাথে যোগাযোগ		২৫
	৫.১৩	গ্রন্থাগার		২৬
	৫.১৪	ডায়ারি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ		২৭
	৫.১৫	আলোকচিত্রে কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ		২৮
৬	কাউন্সিলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা			৩৭

	৬.১	অফিস ডেকোরেশন	৩৭
	৬.২	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ক্রয়	৩৭
	৬.৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ	৩৮
	৬.৪	অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ	৩৮
	৬.৫	যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত	৩৮
	৬.৬	পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ (সাধারণ)	৩৮
	৬.৭	প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স	৩৯
	৬.৮	পণ্য ও সেবা সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৩৯
	৬.৯	গবেষণা খাতে ব্যয়	৩৯
	৬.১০	অন্যান্য খাতে ব্যয়	৩৯
	৬.১১	ভাণ্ডার	৩৯
	৬.১২	পরিবহন সুবিধা	৪০
৭	কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা		৪০
	৭.১	বার্ষিক বাজেট বিবরণী	৪১
	৭.২	অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ	৪১
	৭.৩	এনডাউমেন্ট ফান্ড	৪২
৮	জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ পালন/উদ্‌যাপন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন		৪৩
	৮.১	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন	৪৩
	৮.২	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা	৪৩
	৮.৩	শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন ও আলোচনা সভা	৪৪
	৮.৪	মহান শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন	৪৫
	৮.৫	মহান শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আলোচনা সভা	৪৫
	৮.৬	মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন	৪৬
	৮.৭	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন	৪৬
	৮.৮	ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন	৪৭
	৮.৯	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩	৪৭
	৮.১০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা	৪৮
	৮.১১	২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২৩	৪৮
	৮.১২	মুজিবনগর দিবস ১৭ এপ্রিল ২০২৩	৪৯
৯	কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সমূহ		৪৯
১০	কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ সমূহ		৫০

পরিশিষ্ট			
ক.	বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রাজস্ব খাতে সৃজিত ৫৫(পঞ্চান্ন)টি পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত	পরিশিষ্ট-ক	৫১
খ.	২০২২-২৩ অর্থবছরে অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্প	পরিশিষ্ট-খ	৫৩
গ.	Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি	পরিশিষ্ট-গ	৫৫
ঘ.	List of Academic Auditors for Accreditation Committee and BAC Academic Audit	পরিশিষ্ট-ঘ	৬০
ঙ.	১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাক্রেডিটেশন লক্ষ্যে আবেদনকৃত মোট প্রোগ্রামের সংখ্যা ও প্রোগ্রামের নাম	পরিশিষ্ট-ঙ	৬৫

চতুর্থ বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

১. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

১.১ ভূমিকা

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে গ্রাজুয়েটে রূপান্তর করে। গ্রাজুয়েটগণ কর্মে নিয়োজিত হয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখে। আমাদের উচ্চশিক্ষাকে অর্থবহ করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের যুব সমাজকে যথাযথ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সর্বাধিক জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উচ্চশিক্ষাকে ফলপ্রসু করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি ও এর সুফলকে কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য উচ্চশিক্ষাকে প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার কোনো বিকল্প নেই। সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এ ফ্রেমওয়ার্কে বর্ণিত উচ্চশিক্ষা অংশ বা স্তর সাত থেকে দশ বাস্তবায়নের জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হতে পারে। প্রণীত ফ্রেমওয়ার্কেও আলোকে শিক্ষাকে প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার মাধ্যমে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে। এসব রূপান্তরকে টেইসই করতে হলে যথাযথ শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কাউন্সিল প্রণীত অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়ালে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদন করতে শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে কাউন্সিল কেবল প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭৯টি প্রোগ্রামকে অ্যাক্রেডিটেশনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদন পাওয়া গেছে। কাউন্সিল আবেদনকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড ও নির্ণায়কের প্রতিপালন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে সরেজমিনে ৪টি ও অনলাইনে ১টি বিশ্ববিদ্যালয়য়ের প্রস্তুতি পর্যালোচনা পূর্বক এরূপ পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যদিও বিএনকিউএফ-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ তথাপি অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অভিপ্রায় ব্যক্তকারী প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে বিএনকিউএফ-এর বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে।

অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম শুরু হওয়ায় কাউন্সিলের দৈনন্দিন কাজের পরিমান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অংশীজনদের জন্য কাউন্সিলের সেবাকে গতিশীল ও ফলপ্রসুভাবে প্রদান করতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট ৪৬টি পদের বিপরীতে ১৩জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৩১টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কাউন্সিলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করা। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ অনুসরণক্রমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯টি গবেষণা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। অতি শীঘ্রই সেমিনারের মাধ্যমে গবেষণা প্রকল্পসমূহ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা করা হবে, যা উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও যথাপদ্ধতি অনুসরণক্রমে গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

আন্তরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন কাউন্সিলের সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব। কাউন্সিল Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্য পদ লাভ করেছে এবং এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে কাউন্সিল সচেষ্ট রয়েছে। যুক্তরাজ্যের Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) এর সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন কাউন্সিলের নিজস্ব রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

১.২ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গঠন পদ্ধতি

বাংলাদেশ আক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এ বর্ণিত বাংলাদেশ আক্রেডিটেশন কাউন্সিলের গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে ধারা ৬ এর উপধারা অনুযায়ী-

(১) চেয়ারম্যান, ০৪ (চার) জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ০৮ (আট) জন খণ্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে;

(২) উপ-ধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ৮ এর বিধান অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০৩ (তিন) জন অধ্যাপক এবং সরকারের প্রশাসনিক কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (সাবেক সচিব) ০১ (এক) জনকে সরকার কর্তৃক চার বছরের জন্য পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের ০৮ (আট) জন খণ্ডকালীন সদস্য আইনে বিধৃত নির্ণায়ক পদ্ধতি অনুসরণে নিয়োগ করা হয়েছে;

ধারা ৯ (১) অনুসরণে চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর এবং খণ্ডকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর;

এবং ধারা ১২ (১) মোতাবেক সরকার কর্তৃক ০১ (এক) জনকে কাউন্সিলের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি ১২ (২) ধারায় বিধৃত দায়িত্ব পালন করছেন।

১.৩ কাউন্সিল গঠন

ক্রমিক নং	নাম	যোগদান
	চেয়ারম্যান	
১.	প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রাক্তন ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	২৬ আগস্ট ২০১৮
২.	প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম (দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রাক্তন ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং কো-অর্ডিনেটর, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	৯ আগস্ট ২০২২ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২
৩.	প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রাক্তন ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	২১ সেপ্টেম্বর ২০২২
	পূর্ণকালীন সদস্য	
১.	জনাব ইসতিয়াক আহমদ সাবেক সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১৯ জুন ২০১৯
২.	প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম প্রাক্তন ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং কো-অর্ডিনেটর, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	১৯ জুন ২০১৯
৩.	প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী প্রাক্তন ডিন, জীব বিজ্ঞান স্কুল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী	১৯ জুন ২০১৯
৪.	প্রফেসর ড. এস এম কবীর মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	২৬ জুন ২০১৯
	খণ্ডকালীন সদস্য	
১.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা	১৭ অক্টোবর ২০২১
২.	জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।	২১ ডিসেম্বর ২০২০
	জনাব মোহাম্মদ আবূ ইউসুফ মিয়া অতিরিক্ত সচিব(বিশ্ববিদ্যালয়) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।	২৬ জানুয়ারি ২০২৩
৩.	জনাব শেখ কবির হোসেন চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি।	৪ অক্টোবর ২০২১
৪.	প্রফেসর হাবিবুল হক খন্দকার, পিএইচ-ডি সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ, জায়েদ ইউনিভার্সিটি আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত।	২৬ অক্টোবর ২০২১

ক্রমিক নং	নাম	যোগদান
৫.	জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা নির্বাহী চেয়ারম্যান জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।	২৬ অক্টোবর ২০২১
	জনাব নাসরিন আফরোজ নির্বাহী চেয়ারম্যান জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।	৪ আগস্ট ২০২২
৬.	প্রফেসর ডা: মো: শারফুদ্দিন আহমেদ ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় শাহবাগ, ঢাকা।	২৭ অক্টোবর ২০২১
৭.	ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	২৬ অক্টোবর ২০২১
৮.	প্রফেসর ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	২৬ অক্টোবর ২০২১
সচিব		
১.	প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম	২৭ ডিসেম্বর ২০২০

চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

পূর্ণকালীন সদস্য

জনাব ইসতিয়াক আহমদ
১৯ জুন ২০১৯ - ১৮ জুন ২০২৩

প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম
১৯ জুন ২০১৯ - ১৮ জুন ২০২৩
দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ৯ আগস্ট ২০২২ - ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী
১৯ জুন ২০১৯ - ১৮ জুন ২০২৩

প্রফেসর ড. এস এম কবীর
২৬ জুন ২০১৯ - ২৫ জুন ২০২৩

খণ্ডকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর

এ কে এম আফতাব হোসেন প্রামানিক
২১ ডিসেম্বর ২০২০ - ২০ ডিসেম্বর ২০২২

আবু ইউসুফ মিয়া
২৬ জানুয়ারি ২০২৩ হতে বর্তমান

শেখ কবির হোসেন

প্রফেসর হাবিবুল হক খন্দকার, পিএইচডি

দুলাল কৃষ্ণ সাহা
২৫ অক্টোবর ২০২০ - ৪ আগস্ট ২০২২

নাসরীন আফরোজ
৪ আগস্ট ২০২২ হতে বর্তমান

প্রফেসর ডা. মো: শারফুদ্দিন আহমেদ

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

প্রফেসর ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু

২. গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) অন্যতম অভীষ্ট গুণগত শিক্ষা অর্থাৎ সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ। SDGর ৪নং অভীক্ষা (গুণগত শিক্ষা) লক্ষমাত্রাসমূহ যে ১১টি সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয় সেখানে শিক্ষার সকল বৈষম্য দূর করে টেকসই উন্নয়ন ও বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা গ্রহণ এবং উন্নয়নশীল দেশে যোগ্য শিক্ষকের সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। গুণগত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণীত হয়। শিক্ষাকে অর্থবহ করার জন্য শিক্ষাকে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। আউট কাম বেইজড কারিকুলামের উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোয়ালিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আইকিউএসির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষায় প্রমিত মানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা ২০২২ অনুসরণ করে ইতোমধ্যে নয়টি গবেষণা প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অ্যাক্রেডিটেশন দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এখন প্রস্তুত। পরিবর্তনশীল বিশ্ব এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে গুণগত শিক্ষা বা মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আন্ত:রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পারিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

২.১ রূপকল্প

উচ্চশিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থায় পরিণত হওয়া।

২.২ অভিলক্ষ্য

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিবেদিত থাকবে:

১। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংক্রান্ত রীতি অনুযায়ী শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তম চর্চা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে অংশীজনদের আস্থাবৃদ্ধি সাধন;

২। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড (Standard), স্ব-নিরূপণ (Self-assessment) প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন এবং প্রতিপালন (Compliance) পরিবীক্ষণের (Audit) মাধ্যমে অংশীজনদের আস্থা অর্জন;

৩। দেশের টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নে বৃহত্তর অবদান রাখার নিমিত্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জনে সহযোগিতা প্রদান।

২.৩ উদ্দেশ্যাবলি

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

১। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি আস্থাভাজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা হিসেবে সেবা প্রদান;

২। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড পরিগ্রহণ (Adaptation) সহজীকরণ;

৩। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-নিরূপণ এবং অভ্যন্তরীণ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংস্কৃতির বিকাশের জন্য উত্তম চর্চার আচরণবিধি, নির্দেশাবলি ও মানদণ্ড সরবরাহ;

৪। অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চশিক্ষা কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করতে পরামর্শ, সেবা প্রদান, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিনির্মাণ;

৫। অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড বাস্তবায়ন ও উত্তরোত্তর গুণগত মানোন্নয়ন কাজে নিয়োজিত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের মেন্টরিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান;

৬। বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড কঠোরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুদ্ধাচার ও জবাবদিহিতা এবং উচ্চশিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও জনসাধারণকে আশ্বস্ত করা;

৭। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট আস্থাভাজন অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্কসমূহের সাথে সহযোগিতা স্থাপন ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; এবং

৮। একটি সক্ষম ও টেকসই সাংগঠনিক কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখা।

২.৪ মূল্যবোধ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে কার্যাবলি পরিচালনা করে:

শুদ্ধাচার: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশলকে গুরুত্ব দেয়;

পেশাদারিত্ব ও নৈতিকতা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব এবং নৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়;

আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারকে গুরুত্ব দেয়;

স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতাকে প্রাধান্য দেয়;

প্রতিপালন: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও কার্যপদ্ধতি প্রতিপালনকে গুরুত্ব দেয়;

বেঞ্চমার্কিং: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্কিং, উদ্ভাবন ও অব্যাহত উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়;

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতি এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের জীবন ও মর্যাদাকে সকলের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়;

সহযোগিতা ও সহায়তা: জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক আস্থাভাজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তাকে গুরুত্ব দেয়।

৩. কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

আইনের ধারা ১০ মোতাবেক কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

(ক) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কনফিডেন্স সার্টিফিকেট বা, ক্ষেত্রমত, অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান, স্থগিত বা বাতিলকরণ;

(খ) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম অ্যাক্রিডিটকরণ;

(গ) কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ডিসিপ্লিনের জন্য পৃথক পৃথক অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন;

(ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রেডিটেশন ও কনফিডেন্স সার্টিফিকেট প্রদানের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঙ) যৌক্তিক কারণে কোনো প্রতিষ্ঠান বা উহার অধীন কোনো ডিগ্রি প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন ও কনিফডেন্স সার্টিফিকেট শুনানীঅন্তে বাতিলকরণ;

(চ) অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজনসহ উক্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত তথ্যবহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহিত পারস্পারিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা কাউন্সিল কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য কার্যসম্পাদন।

৪. কাউন্সিলের জনবল

৪.১ কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১০(ঝ) মোতাবেক কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগকৃত সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা কাউন্সিলের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। কাউন্সিলে বর্তমানে চেয়ারম্যান, ০৪জন পূর্ণকালীন সদস্য, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ০১জন সচিব (সংযুক্ত), ০১জন কর্মকর্তা (সংযুক্ত) ও বিভিন্ন পদে ১১জন কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩টি ক্যাটাগরির ৪৬টি পদের বিপরীতে ১০ ক্যাটাগরির ১৩টি পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী যোগদান করেছেন। এছাড়া অস্থায়ী (অ্যাডহক) ভিত্তিতে ০৩জন, আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ১১জন এবং দৈনিক ভিত্তিতে ০৭জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

৪.২ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদসৃজন ও নিয়োগ কার্যক্রম

সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা এবং চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে কাউন্সিলের পদ সৃষ্টির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ১২ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে ৫৫টি পদ সৃষ্টির প্রজ্ঞাপন জারি করে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রাজস্ব খাতে সৃজিত উক্ত ৫৫(পঞ্চান্ন)টি পদ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ১৬ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১০.০০৬.২০১৯-১৪৮ নম্বর স্মারকে সংরক্ষণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে (পরিশিষ্ট-ক)। নবসৃষ্ট পদসমূহে জনবল নিয়োগ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২৩ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সপ্তম কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩টি ক্যাটাগরির ৪৬টি পদে নিয়োগের বিষয় বিবেচনা ও সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়:

ক্রম	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১.	প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, বিএসি, ঢাকা	সভাপতি
২.	জনাব ইসতিয়াক আহমদ, পূর্ণকালীন সদস্য, বিএসি, ঢাকা	সদস্য
৩.	প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী, পূর্ণকালীন সদস্য, বিএসি, ঢাকা	সদস্য
৪.	প্রফেসর ড. এস.এম. কবীর, পূর্ণকালীন সদস্য, বিএসি, ঢাকা	সদস্য
৫.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর, সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং খন্ডকালীন সদস্য, বিএসি	সদস্য
৬.	জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং খন্ডকালীন সদস্য, বিএসি	সদস্য
৭.	প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম, সচিব, বিএসি, ঢাকা	সদস্য সচিব

অনুমোদিত প্রবিধানমালা অনুযায়ী নবসৃষ্ট পদসমূহে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের লক্ষ্যে ২৪ মার্চ ২০২২ খ্রি. তারিখে দ্যা ডেইলি স্টার, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

সারণি ১: কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩টি ক্যাটাগরির ৪৬টি পদের তালিকা

ক্রম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	গ্রেড
১.	প্রোগ্রামার	০১ (এক) টি	৬ষ্ঠ
২.	সহকারী পরিচালক	০৯ (নয়) টি	৯ম
৩.	সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১ (এক) টি	১০ম
৪.	ভান্ডার কর্মকর্তা	০১ (এক) টি	১০ম
৫.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১ (এক) টি	১১তম
৬.	কম্পিউটার অপারেটর	০৬ (ছয়) টি	১৩তম
৭.	প্রুফ রিডার	০১ (এক) টি	১৪তম
৮.	সহকারী হিসাবরক্ষক	০১ (এক) টি	১৪তম
৯.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১২ (বার) টি	১৬তম
১০.	ক্যাটালগার	০১ (এক) টি	১৬তম
১১.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১ (এক) টি	১৬তম
১২.	অফিস সহায়ক	১০ (দশ) টি	২০তম
১৩.	বার্তা বাহক	০১ (এক) টি	২০তম
	মোট	৪৬ (ছেচল্লিশ) টি	

উপর্যুক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ৩০জুন ২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে প্রোগ্রামার পদে ০১জন, সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে ০১জন, ভান্ডার কর্মকর্তা পদে ০১জন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ০১জন, কম্পিউটার অপারেটর পদে ০৪জন, প্রুফ রিডার পদে ০১জন, সহকারী হিসাবরক্ষক পদে ০১জন, ক্যাটালগার পদে ০১জন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ০১জন এবং বার্তা বাহক পদে ০১জন প্রার্থী যোগদান করেছেন। অবশিষ্ট ০৩ ক্যাটাগরির (সহকারী পরিচালক, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক) ৩১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫. কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ

২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। এ অর্থবছরে কাউন্সিলের দাপ্তরিক কাজের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে। এ অর্থবছরে ছয়টি কাউন্সিল সভা, নয়টি নির্বাহী সভা ও পাঁচটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২০ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন করতে শুরু করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭৯টি প্রোগ্রামকে অ্যাক্রেডিটেশনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদন পাওয়া গেছে। কাউন্সিল আবেদনকারী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড ও নির্ণায়কের প্রতিপালন বিষয়ে সরেজমিনে ৪টি ও অনলাইনে ১টি বিশ্ববিদ্যালয়য়ের প্রস্তুতি পর্যালোচনাপূর্বক পরামর্শ প্রদান করেছে। কাউন্সিল ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫(পাঁচ)টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে। এতে মোট ৮৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের জন্য বিএসএল ভবনে স্থানান্তরিত অফিসের সজ্জাকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পুরো অর্থবছর জুড়ে কাউন্সিল তার নিজস্ব নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের জন্য ত্বরিৎ গতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ অর্থবছরে শিক্ষা নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক কাউন্সিলের ২০২১-২২ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতায় এ অর্থবছরে যথাযথভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) লক্ষ্যমাত্রা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

৫.১ কাউন্সিল সভা

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ০৬ (ছয়)টি (নবম থেকে চতুর্দশ) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপর্যুক্ত কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৫.১.১ নবম কাউন্সিল সভা

৫ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ/২১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (বিএসি) সভাকক্ষে নবম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। নবম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান/একাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য বহিঃস্থ গুনগতমান নিরূপন ও অ্যাক্রেডিটেড উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক প্রোগ্রামের একাডেমিক নিরীক্ষার জন্য কাউন্সিলের Academic Auditor নির্ণায়কসমূহ নিম্নরূপভাবে চূড়ান্ত করা হয়:

1. Academic Credentials -10 (PhD-10, Masters-8);
2. Training/workshop on Quality Assurance as participant -30 (Foundation training-20, Other (International)-5,
   Other (local)-5;
3. Quality Assurance Experience -25 (Director/Additional Director of IQAC-10, SPM/SAC-5, Acting as resource person-10 (fifteen and more-10, ten to fourteen-8, five to nine-6, less than five-4);
4. Experience in External quality assessment/External Peer Review of academic program -25 (fifteen and more-
   25, ten to fourteen-20, five to nine-15, less than five-10);
5. Overall reputation -10.

২। নিম্নবর্ণিত ০৭টি ডিসিপ্লিন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়: 1. Business; 2. ICT, Computer Science & Engineering; 3. Agriculture; 4. Agricultural Economics; 5. Forestry; 6. Vetenary; 7. Fisheries.

৩। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর তৃতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২১-২২) এর খসড়া অনুমোদন করা হয়।
৪। কাউন্সিলের ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ১০টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।
৫। কাউন্সিলের আর্থিক নীতিমালা ও হিসাব ম্যানুয়াল সংক্রান্ত প্রবিধান, ২০২০ সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পূর্ব পর্যন্ত মূল্যায়নকারীগণকে প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য টাকা ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) হারে সম্মানী প্রদান করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৬। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সমন্বয়ে গঠিত স্থায়ী সমন্বয় কমিটিতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) এ উল্লিখিত ক্রেডিট পুনঃনির্ধারণ বিষয়টি করণীয় নির্ধারণ করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চিত্র: ৫ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ/২১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত নবম কাউন্সিল সভা

৫.১.২ দশম কাউন্সিল সভা

২৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ/১১ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর সভাকক্ষে কাউন্সিলের দশম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। দশম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১। নিম্নবর্ণিত ৭টি ডিসিপ্লিনের Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার অনুমোদন করা হয়: 1. Business; 2. ICT, Compyter Science & Engineering; 3. Agriculture; 4. Agricultural Economics; 5. Forestry; 6. Vetenary; 7. Fisheries.

২। National System of Credit Accumulation and Transfer in Higher Education এর গাইডলাইন তৈরির জন্য একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করা। এ ক্ষেত্রে দেশীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শককে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে দেশীয় বিশেষজ্ঞ পরামর্শক না পাওয়া গেলে একজন বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ করা হবে।

৩। কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/কর্মশালা/কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সম্মানী হার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ৭ জুন, ২০১৮ খ্রি. তারিখের প্রজ্ঞাপনে কোনো বিধান না থাকায় এ বিষয়ে খাতভিত্তিক সম্মানী হার পুনঃনির্ধারণ করার নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

৪। অস্থায়ী (এ্যাডহক) ভিত্তিতে কাউন্সিলে কর্মরত সহকারী পরিচালক পদে ০১ (এক)জন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ০১ (এক)জন এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ০২জন কর্মচারীর চাকুরির মেয়াদ ৭ম দফায় ৬ মাস বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

চিত্র: ২৭ অক্টোবর ২০২২/১১ কার্তিক ১৪২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত দশম কাউন্সিল সভা

৫.১.৩ একাদশ কাউন্সিল সভা

১৯ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ/৪ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখ বিকাল ২:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর সভাকক্ষে কাউন্সিলের ১১তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১১তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১। কাউন্সিলের ১৩ ক্যাটাগরির ৪৬টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রুফরিডার (গ্রেড-১৪), সহকারী হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১৪) ও ক্যাটালগার (গ্রেড-১৬) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গৃহীত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে প্রস্তুতকৃত তিনটি প্যানেল অনুমোদন করা হয়। প্রতিটি প্যানেলের মেয়াদ হবে কাউন্সিল সভায় অনুমোদনের তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. থেকে পরবর্তি ৯০ কার্যদিবস এবং নিয়োগপত্রে চাকরিতে যোগদানের জন্য সময়সীমা নির্ধারিত হবে নিয়োগপত্র জারির তারিখ থেকে পরবর্তি ২১ (একুশ) কার্যদিবস।

২। নিম্নবর্ণিত ০৫ (পাঁচ)টি Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি অনুমোদন করা হলো: ১. কলা ২. আইন ৩. সামাজিক বিজ্ঞান ৪. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) এবং ৫. ফার্মাসি।

৩। Discipline Specific বিশেষজ্ঞ কমিটির শিরোনাম হবে 'Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি'।

৪। বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) এর স্কিল অংশের স্তর ১ থেকে ৬ সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের স্তর ৭ এর শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তির সুযোগ রাখার বিষয়ে কি ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি তা বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের স্থায়ী সমন্বয় কমিটির সভায় আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.১.৪ দ্বাদশ কাউন্সিল সভা

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/১০ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখ সকাল ২:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর সভাকক্ষে কাউন্সিলের ১২তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১। কাউন্সিলের ১৩ ক্যাটাগরির ৪৬টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রোগ্রামার (গ্রেড-০৬) পদে মৌখিক পরীক্ষা এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক (গ্রেড-১০), ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (গ্রেড-১১), ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৩) ও বার্তা বাহক (গ্রেড-২০) পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে প্রস্তুতকৃত পাঁচটি প্যানেল অনুমোদন করা হয়। প্রতিটি প্যানেলের মেয়াদ হবে কাউন্সিল সভায় অনুমোদনের তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. থেকে পরবর্তি ৯০ কার্যদিবস এবং নিয়োগপত্রে চাকরিতে যোগদানের জন্য সময়সীমা নির্ধারিত হবে নিয়োগপত্র জারির তারিখ থেকে পরবর্তি ২১ (একুশ) কার্যদিবস।

২। নিম্নবর্ণিত ০৬ (ছয়)টি Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি অনুমোদন করা হয়: 1. Fine Arts 2. Performing 3. Mathematical Science 4. Textile Engineering 5. Civil Engineering এবং 6. Mechanical Engineering.

৩। অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য ২৫ জন প্রফেসরকে Academic Auditor হিসাবে অনুমোদন করা হয়।

চিত্র: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/১০ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম কাউন্সিল সভা

৫.১.৫ ত্রয়োদশ কাউন্সিল সভা

৯ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/২৬ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর সভাকক্ষে কাউন্সিলের ১৩তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১। কাউন্সিলের ১৩ ক্যাটাগরির ৪৬টি পদে নিয়োগের নিমিত্ত গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক গৃহীত কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) এবং ভান্ডার কর্মকর্তা (গ্রেড-১০) পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে প্রস্তুতকৃত ০২(দুই)টি প্যানেল অনুমোদন করা হয়। প্রতিটি প্যানেলের মেয়াদ হবে কাউন্সিল সভায় অনুমোদনের তারিখ ৯ মে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ খ্রি. থেকে পরবর্তি ৯০ কার্যদিবস এবং নিয়োগপত্রে চাকরিতে যোগদানের জন্য সময়সীমা নির্ধারিত হবে নিয়োগপত্র জারির তারিখ থেকে পরবর্তি ২১ (একুশ) কার্যদিবস।

২। Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) এ নির্দেশিত জীবনব্যাপী শিক্ষা দর্শন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে Level 6 থেকে Level 7 এ Entry নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর স্থায়ী সমন্বয় কমিটিতে আলোচনার নিমিত্ত অনুরোধ করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.১.৬ চতুর্দশ কাউন্সিল সভা

২৫ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/১১ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর সভাকক্ষে কাউন্সিলের ১৪তম কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১। নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন)টি Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়: ১. কলা; ২. আইন; এবং ৩. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই)

২। কাউন্সিলের অনুকূলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলনকৃত বাজেট মোট টাকা ৯,৬২,০০,০০০.০০/- (নয় কোটি বাষট্টি লক্ষ) ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়।
৩। অস্থায়ী (এ্যাডহক) ভিত্তিতে কাউন্সিলে কর্মরত ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে ০১ (এক)জন এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ০২জন কর্মচারীর চাকুরির মেয়াদ ৮ম দফায় ৩০ জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত বৃদ্ধির বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন করা হয়।

৪। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তুতকৃত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর খসড়া অনুমোদন করা হয়।

চিত্র: ২৫ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/১১ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম কাউন্সিল সভা

৫.২ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সেমিনার

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ধারা ১০(জ) এবং ধারা ১৫(২) মোতাবেক কাউন্সিলের অন্যতম কাজ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বাস্তবায়ন। দেশের উচ্চশিক্ষার ন্যূনতম মান অর্জনের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানে বিএনকিউএফ বাস্তবায়নকে আবশ্যিক করা হয়েছে। তাই বিএসি গৃহীত অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়ালেও অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য বিএনকিউএফ পরিগ্রহণকে আবশ্যিক করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রমিতমানের শিক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের কার্যক্রম সম্পূর্ণ নতুন। তাই বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যূনতম মান অর্জন এবং অর্জিত মানের স্বীকৃতির জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম সম্পর্কে অব্যাহতভাবে বিএসি'র অংশীজদের প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত জরুরি। প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজনসহ অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনকে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এ কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কাউন্সিল ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ০৫টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে। এতে মোট ৮৪৮জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমূহে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা নিম্নোক্ত সারণীতে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা'র শিরোনাম	সংখ্যা	ব্যাপ্তি (দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১.	আইকিউএসি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	০১	১২	১৭
২.	বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৪	১	৭২
৩.	উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা	০৪	১	৬১৩
৪.	শিখনফল ভিত্তিক (Outcome based) কারিকুলাম প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৪	২	৭৪
৫.	ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৪	১	৭২
			মোট প্রশিক্ষণার্থী	৮৪৮

৫.২.১ IQAC এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী আইকিউএসি থাকা অত্যন্ত জরুরি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সকল প্রোগ্রামের কারিকুলামের উন্নয়ন, শিক্ষণ-শিখন নির্ধারণ ও যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিগ্রহণ, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, অব্যাহত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদিতে আইকিউএসি'র নেতৃত্বদানে সক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭জন শিক্ষকদের জন্য ১২ দিন ব্যাপী ১টি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি আইকিউএসির কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব ধারণা অর্জন করেছে।

চিত্র: আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান

৫.২.২ বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ মোতাবেক কাউন্সিলের অন্যতম কাজ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় প্রমিত মানের শিক্ষা কাঠামো নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। এ কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করতে বিএনকিউএফ সংক্রান্ত জ্ঞানের বিস্তার এবং বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে অংশীজনের অবহিতকরণ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে ০৪টি ০১ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭২ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন।

চিত্র: বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

৫.২.৩ উচ্চশিক্ষায় অক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অ্যাকাডেমিক লিডারদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে দেশের ৪টি বিভাগে (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, IQAC'র পরিচালক, সকল ডিন, সকল ইনস্টিটিউটের পরিচালক এবং বিভাগীয় প্রধানদের অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা আয়োজন করেছে। কর্মশালাসমূহে সর্বমোট ৬৩১জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন। কর্মশালাসমূহে Quality Assurance & Accreditation in Higher Education বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর ও Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF) বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী।

চিত্র: রাজশাহী অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

চিত্র: রাজশাহী আঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম সাব্বির সাত্তার

চিত্র: চট্টগ্রাম অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.

চিত্র: চট্টগ্রাম আঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ

চিত্র: সিলেট অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় কি নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর

চিত্র: বরিশাল আঞ্চলে উচ্চশিক্ষার অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় কি নোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী

৫.২.৪ শিখনফল ভিত্তিক (Outcome based) কারিকুলাম প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) এর আলোকে শিখনফল ভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক। তাই বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণের শিখনফল ভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পেশাগত সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিখনফল ভিত্তিক কারিকুলাম বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৭৪জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপকগণ এসকল প্রশিক্ষণের অধিবেশনসমূহ পরিচালনা করেন।

চিত্র: শিখনফল ভিত্তিক কারিকুলাম বিষয়ক প্রশিক্ষণে সেশন চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৫.২.৫ ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) এর আলোকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষণ-শিখন ভিত্তিক কারিকুলাম বাস্তবায়নের অন্যতম উপাদান হলো ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম ও মূল্যায়ন। তাই বিএসি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকগণকে নিয়ে ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন শীর্ষক ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপকগণ এসকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

চিত্র: ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন এবং মূল্যায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণে সেশন চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

৫.২.৬ শিক্ষা সফর

কাউন্সিলের প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা সফর

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আয়োজিত 'আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ' শীর্ষক কোর্সের আবশ্যিক কার্যক্রম স্টাডি ট্যুরে কাউন্সিলের প্রশিক্ষণার্থীরা ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) তে গমন করেন। এ সময় কাউন্সিলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী ও প্রফেসর ড. এস এম কবির; কাউন্সিলের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন ও সহকারী পরিচালক আশরাফুল হাসান নাজির। এ শিক্ষা সফরের মাধ্যমে প্রশিক্ষাণার্থীগণ একটি কার্যকর আইকিউএসি কিভাবে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখে তার বাস্তব ধারণা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফর

'ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর অনুচ্ছেদ ২.২.৫ এর শর্তানুসারে দেশ/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শন এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিএসির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। বিএসসির প্রতিনিধি দলে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির কিউএ ও এনকিউএফের পরিচালক মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন, উপ-পরিচালক ও চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব স্নিগ্ধা বাউল, প্রোগ্রামার এ বি এম শরিফ উদ-দৌলা, সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান ও আশরাফুল হাসান নাজির। এ পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ যবিপ্রবি এর উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেছেন। এ জ্ঞান কর্মকর্তাদের নিজ দপ্তরে উদ্ভাবণী প্রকল্প প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিত্র: স্টাডি ট্যুরে কাউন্সিলের প্রশিক্ষণার্থীরা

চিত্র: যবিপ্রবি পরিদর্শনে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ

৫.৩ উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সম্মেলন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন

২০ জুলাই ২০২২ খ্রি. উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সম্মেলন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন করা হয়। অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দীক, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। এ সম্মেলনে The Importance and Significance of Accreditation in Higher Education বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. টিম জে পারকিনসন, এমিরিটাস অধ্যাপক, ম্যাসি ইউনিভার্সিটি, নিউজিল্যান্ড। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও ব্যক্তিবর্গ, সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরবৃন্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তরের প্রধানগণ, কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীণ সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম। স্বাগত বক্তা উল্লেখ করেন, বিশ্বমানের শিক্ষা ও উত্তমচর্চার সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি কাঠামোর মধ্যে আনার জন্য সরকারের অনুমোদিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফেমওয়ার্কের (BNQF) লেভেল ৭-১০ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক বাস্তাবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: আবু বকর সিদ্দীক, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, শিক্ষার বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে সরকার বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) প্রণয়ন করেছে। BNQF এর যথাযথ বাস্তবায়ন করা হলে একদিকে যেমন আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে অন্যদিকে এসব শিক্ষার্থীগণ বিদেশে তাঁদের ক্রেডিট স্থানান্তর সহজেই করতে পারবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী,

এম.পি. বলেন, ২০১৭ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণয়ন করা হয়। সমাজের বর্তমান চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করতে সরকার বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) প্রণয়ন করেছে। আইনগতভাবে ফ্রেমওয়ার্কের লেভেল ৭ থেকে ১০ বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ওপর। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামসমূহের অ্যাক্রেডিটেশন-ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতার গঠিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের অনুসরণে স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে আমরা যে জাতীয় শিক্ষা-নীতি গ্রহণ করেছি সেখানে সৎ, নিষ্ঠাবান, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সৃজনশীল মানুষ তৈরির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বমানের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে যে গতি সঞ্চারিত হয়েছে, সেই গতির সঙ্গে আমাদের শিক্ষাকে একীভূত করা ছাড়া বিকল্প নেই। জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকতে হলে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের লক্ষ্য অভিন্ন।'

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'অ্যাক্রেডিটেশন সনদ যথাযথমানের স্বীকৃতি। যে কোর্স বা প্রোগ্রাম অথবা বিশ্ববিদ্যালয় এ স্বীকৃতি পাবে সেটির পড়াশোনা, পাঠদান পদ্ধতিও মানসম্মত বলে বিবেচিত হবে।'

চিত্র: উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সম্মেলন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

চিত্র: উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সম্মেলন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. ও মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.

চিত্র: উচ্চশিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক সম্মেলন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ

৫.৪ Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন, নির্ণায়কের বিষয় নির্দিষ্টকরণ ও চাহিদা প্রস্তুতকরণ

দেশের উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ১০টি মানদন্ড ও ৬৩টি নির্ণায়ক অনুমোদন করেছে। অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে অর্থবহ স্ব-নিরূপনের জন্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ডিসিপ্লিন/বিষয় সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক প্রস্তুতকরণের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২টি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ১২টি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক প্রস্তুত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-গ)। বিএসির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক সভায় ডিসিপ্লিন ভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়াদির ডকুমেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে বিস্তারিত ধারণা কাউন্সিল প্রদান করেছে।

চিত্র: ডিসিপ্লিন/বিষয় ভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়াদি সুনির্দিষ্টকরণের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির জন্য গাইডলাইন প্রদান করছেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ

চিত্র: ডিসিপ্লিন/বিষয় ভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়াদি সুনির্দিষ্টকরণের জন্য গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞগণ

৫.৫ কাউন্সিলের একাডেমিক অডিটর নির্বাচন

অ্যাক্রেডিটেশন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজনে বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণকারী হিসেবে দায়িত্বপালনের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় কাউন্সিল অ্যাকাডেমিক অডিটর অনুমোদন করে। ইতোমধ্যে কাউন্সিল ৩০(ত্রিশ) জন অ্যাকাডেমিক অডিটর অনুমোদন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরেও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্বাহী কমিটি ২৫(পঁচিশ) জন অ্যাকাডেমিক অডিটর নির্বাচন করে। কাউন্সিলের ১২তম সভা নির্বাচিত এ ২৫ জনকে অ্যাকাডেমিক অডিটর হিসেবে অনুমোদন করে। বর্তমানে কাউন্সিল অনুমোদিত সর্বমোট অ্যাকাডেমিক অডিটরের সংখ্যা ৫৫(পঞ্চান্ন) জন (পরিশিষ্ট গ)।

৫.৬ ওয়েবসাইট প্রস্তুত/নির্মাণ

নির্ভুলভাবে স্বল্পতম সময়ে দাপ্তরিক কার্য সম্পাদনের জন্য তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়াও দাপ্তরিক কাজে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের পথকে সুগম করবে। এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে একটি সফট ওয়্যার কোম্পানির দ্বারা বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিএসসি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বিএমএস) নামে একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করেছে। অংশীজনেরা এই ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ব্যাবহার করে নিজের আইডি খুলে বিএসি'র সাথে তাঁদের কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে অনলাইনে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন করা এবং ফি পরিশোধ করা যাবে। অ্যাক্রেডিটেশন কমিটির সদস্যগণের নিকট আবেদন মূল্যায়নের জন্য স্বল্প সময়ে আবেদনের সফট কপি প্রেরণসহ অন্যান্য যোগাযোগ সম্পন্ন করা যাবে। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ব্যহারের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিএসি আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন এবং সমাপ্ত প্রশিক্ষণ সমূহের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় ভিত্তিক একটি ডাটাবেইস তৈরি হবে। এ ডাটাবেইস ব্যবহার করে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্যাপ নিরূপন করে প্রশিক্ষণের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও বিএসি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটা ডাটাবেইস প্রস্তুত করা যাবে এবং তৈরিকৃত ডাটা বেইসটি নিয়মিত আপডেট করা যাবে। এ ডাটাবেইস-এর যথাযথ ব্যবহার বিএসি'র কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মেসেজিং সিস্টেম বিএসি'র সাথে অংশীজনের যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করবে এবং দাপ্তরিক কাজে গতি বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতে বিএসি'র নতুন চাহিদা সৃষ্টি হলে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটিতে নতুন ফিচার সংযোজন করে চাহিদা মেটানো যাবে।

৫.৭ অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় (Intent to Apply)

অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করে (Intent to Apply) আবেদন করেছে। ১১টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বমোট ৭৯টি প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঙ)। কাউন্সিল আবেদিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামসমূহের অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ পর্যালোচনাপূর্বক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সভায় মিলিত হচ্ছে। কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সদস্যগণ ইতোমধ্যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম; ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা; ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাভার, ঢাকা; বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা; ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা) উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সরাসরি ও ভার্চুয়ালি সভা সম্পন্ন করেছে।

৫.৮ মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ এর ধারা ২২ অনুসারে কাউন্সিল প্রত্যেক অর্থবছরের কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনের এ ধারার প্রতিপালনার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট কাউন্সিলের প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০) হস্তান্তর করেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এ সময় কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ ও সচিব উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর সাথে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ ও সচিব

৫.৯ মাননীয় উপমন্ত্রী'র কাউন্সিল কার্যালয় পরিদর্শন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি ০৭.০৬.২০২৩ খ্রি. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে একটি মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হন। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, সকল পূর্ণকালীন সদস্য, কাউন্সিল সচিব ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। মাননীয় উপমন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার মান, অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

চিত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রীর সাথে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণ

৫.১০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (সরকার) এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে (যেমন: বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন; উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশন; কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা; আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সিসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন; কাউন্সিলের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ) সে অনুসারে কাজ সম্পন্ন করেছে। ২১ জুন ২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র মূল্যায়ন

ফলাফল প্রকাশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আওতাধীন ২৩টি দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর অবস্থান ৭ম পরিলক্ষিত হয়, যা আশানরুপ। তবে এই অবস্থান ধরে রাখতে অথবা আরও উন্নতির জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার ব্যাপারে বদ্ধ পরিকর।

৫.১১ গবেষণা কার্যক্রম

উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে জ্ঞান আহরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক নীতিমালা অনুসরণক্রমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬৯টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া যায়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিবেচনায় নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫ জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে কর্মশালার মাধ্যমে ৯টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। ৮টি গবেষণা প্রকল্পের বিপরীতে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা করে ২৪,০০,০০০/- (চব্বিশ লক্ষ) টাকা এবং একটি গবেষণা প্রকল্পের বিপরীতে ২,৮০,০০০/- (দুই লক্ষ আশি হাজার) টাকা বাজেট অনুমোদন করা হয়। ৯টি গবেষণা প্রকল্পের গবেষকগণ প্রথম অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রথম কিস্তির (৪০%) গ্রহণকৃত অর্থের সমন্বয় সাপেক্ষে দ্বিতীয় কিস্তির (৪০%) অর্থ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে ৯টি গবেষণা প্রকল্পের গবেষকগণ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০২২-২৩ অর্থবছরে দাখিলকৃত ৯টি গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করার নিমিত্ত ৯জন মূল্যায়নকারীর তালিকা (Evaluators' Panel) চূড়ান্ত করে। মূল্যায়নকারীগণের মূল্যায়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ক্ষেত্র সুনির্দিষ্টকরণ ও দিক-নির্দেশনাসহ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ছক প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ -এর ৫.৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মৌলিকত্ব ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য turnitin software ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে সমরূপতার গ্রহণযোগ্য সীমা (Acceptance Level of Similarity Index) সর্বোচ্চ ২০% অনুসরণ করা হয়। গবেষকগণ দ্বিতীয় কিস্তির (৪০%) সমন্বয় সাপেক্ষে তৃতীয় কিস্তির (২০%) অর্থ গ্রহণ করবেন, যা প্রক্রিয়াধীন। উল্লেখ্য, ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান ৯টি গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (খসড়া) দাখিলের সময়সীমা ছিল ১০ মার্চ ২০২৩ খ্রি.। কিন্তু গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন কার্যক্রম ও অর্থ ছাড়করণ বিলম্বিত হওয়ায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা সম্ভব হয়নি।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পূর্বের ন্যায় দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা, একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা এবং কাউন্সিলের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৯১টি গবেষণা প্রস্তাব জমা পড়ে। কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহের সামঞ্জস্য প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করা হয়। গবেষণা প্রস্তাবসমূহের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি মূল্যায়নকারীর তালিকা (Reviewer's Panel) হালনাগাদ করে। প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব ডাবল-ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে কাউন্সিলের Scoring Guideline অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিবেচনায় নিয়ে কাউন্সিলের গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্মশালার মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের সুপারিশ করবে, যা প্রক্রিয়াধীন।

৫.১২ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্ক ও অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সি সমূহের সাথে যোগাযোগ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০(ছ) ধারায় আন্তরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। কাউন্সিল এ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি), এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্ক Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। APQN এর 7th Board Election এ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। যুক্তরাজ্যের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সি ফর হায়ার এডুকেশন (QAA) এর সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে QAA এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding, MOU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের ফলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন QAA এর কাছ থেকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হবে:

১. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন;
২. নির্বাচিত কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স (QA) প্রফেশনাল বিনিময় এবং প্রশিক্ষণ;
৩. কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কাউন্সিল কর্মকর্তাগণের যুক্তরাজ্যে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা;
৪. QAA এর কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স ও এর উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ;
৫. পরস্পরের কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স প্রক্রিয়াগুলো পর্যবেক্ষণ এবং মান উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ আয়োজন;

৬. উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য এবং মতবিনিময়;
৭. বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৮. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সেমিনার আয়োজনে সহায়তা প্রদান;
৯. QAA এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য কাউন্সিলের একজন মনোনীত প্রতিনিধিকে ফি প্রদান ব্যতিরেকে অংশগ্রহণের সুযোগ।

এছাড়াও অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)'র সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ১৮/০৮/২০২২ খ্রি. প্রেজেন্টেশন ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিউজিল্যান্ড ভিত্তিক সংস্থা, New Zealand Qualifications Authority (NZQA) -এর সাথে ২১/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে একটি প্রেজেন্টেশন ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় New Zealand ভিত্তিক অ্যাক্রেডিটেশন ও কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য Universities New Zealand -এর সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হলে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। অত:পর ২৪/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে Universities New Zealand এবং Academic Quality Agency (AQA)-এর সাথে প্রেজেন্টেশন ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল AQA -এর সাথে সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding, MOU) স্বাক্ষর করতে আগ্রহী মর্মে একটি অনুরোধপত্র প্রেরণ করেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নিজস্ব রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৫.১৩ গ্রন্থাগার

দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ কাউন্সিলের প্রধান কাজ। বিশেষায়িত এ কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য কাউন্সিল দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রফেশনালস তৈরি ও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স প্রফেশনালস ও কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণের নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিষয়ক জ্ঞান ও উত্তম চর্চার সাথে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। কাউন্সিলের গ্রন্থাগার জ্ঞান চর্চার সূতিকাগার হিসেবে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স-এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে যুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। গ্রন্থাগারের এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতি বছর গ্রন্থাগারে নতুন গ্রন্থাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ করা হয়। গ্রন্থাগারে অ্যাক্রেডিটেশন, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, গবেষণা, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বেশ কিছু গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাউন্সিলের গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নব সৃজিত সহকারী গ্রন্থাগারিক ও ক্যাটালগারের পদসমূহে ইতোমধ্যে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯৫০টি। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ক্যাটাগরির গ্রন্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে; তন্মধ্যে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত ১৮১টি গ্রন্থ রয়েছে। যেমন: অসমাপ্ত আত্মজীবনী, আমার দেখা নয়াচীন, কারাগারের রোজনামচা, ছবির ভাষায় বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ২৬৮টি গ্রন্থ, আইন সংক্রান্ত গ্রন্থ ১১৭টি, বাংলা ও ইংরেজি ডিকশনারি ২৮টি এবং ২০৮টি সাময়িকী রয়েছে। এছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত, ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত, বাংলাদেশের ইতিহাস সংক্রান্ত এবং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত গ্রন্থ রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদনও গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ম্যাগাজিন, প্রসপ্রেক্টাস ও রিপোর্ট রয়েছে। কাউন্সিলের গ্রন্থাগারের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৫টি গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন দলিল (আরএফকিউ) পদ্ধতিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রন্থ সংগ্রহের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

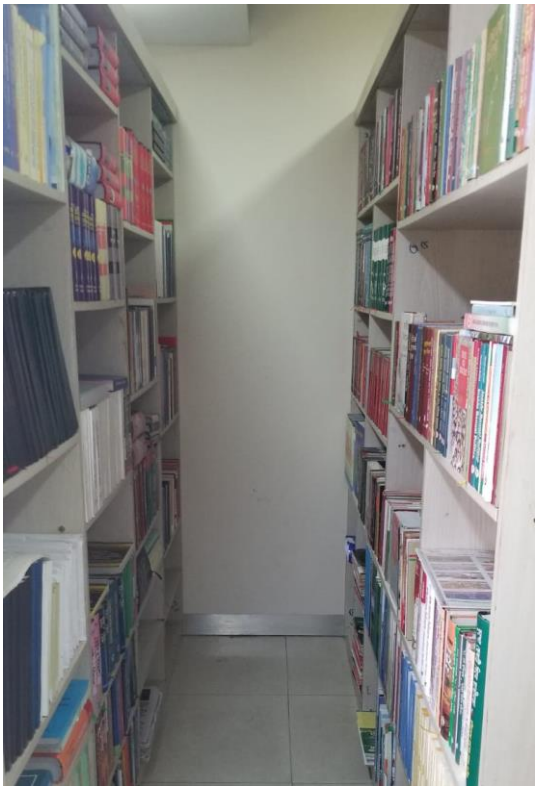

চিত্র: কাউন্সিল কার্যালয়ে নবসজ্জিত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থাবলি

৫.১৪ ডায়ারি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ

২০২৩ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল থেকে ১০০০ কপি ডায়ারি মুদ্রণ করা হয়, যা কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত তৃতীয় ডায়ারি। ২০২৩ সালের ডায়ারিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের আলোকচিত্র ও শিক্ষা খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করে ডায়ারিকে সমৃদ্ধ ও অর্থবহ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন বিষয়ক স্থিরচিত্র সংযোজন করা হয়েছে। ২০২৩ সালে ১১৫০ কপি ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়। ডেস্ক ক্যালেন্ডারে দেশের বিভিন্ন পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্যসমূহের স্থিরচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাউন্সিল থেকে মুদ্রণকৃত ২০২৩ সালের ডায়ারি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা, দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে।

৫.১৪ আলোকচিত্রে কাউন্সিলের কার্যক্রম

চিত্রঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্মার্ট এডুকেশন ফেস্টিভ্যাল ২০২৩ এ Quality Assurance in Higher Education for Smart Bangladesh বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী। এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

চিত্র: যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবনী প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করেছেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

চিত্র: মালেশিয়ার নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক রোজালিনি মেরি ফার্নান্দেস চুং এর সাথে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানসহ কর্মকর্তাবৃন্দ। রোজালিনি কাউন্সিলে আগমন করে কর্মকর্তাদের সামনে কাউন্সিলকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন ফি অনলাইনে গ্রহণ করার জন্য 'অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে' বিষয়ক বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

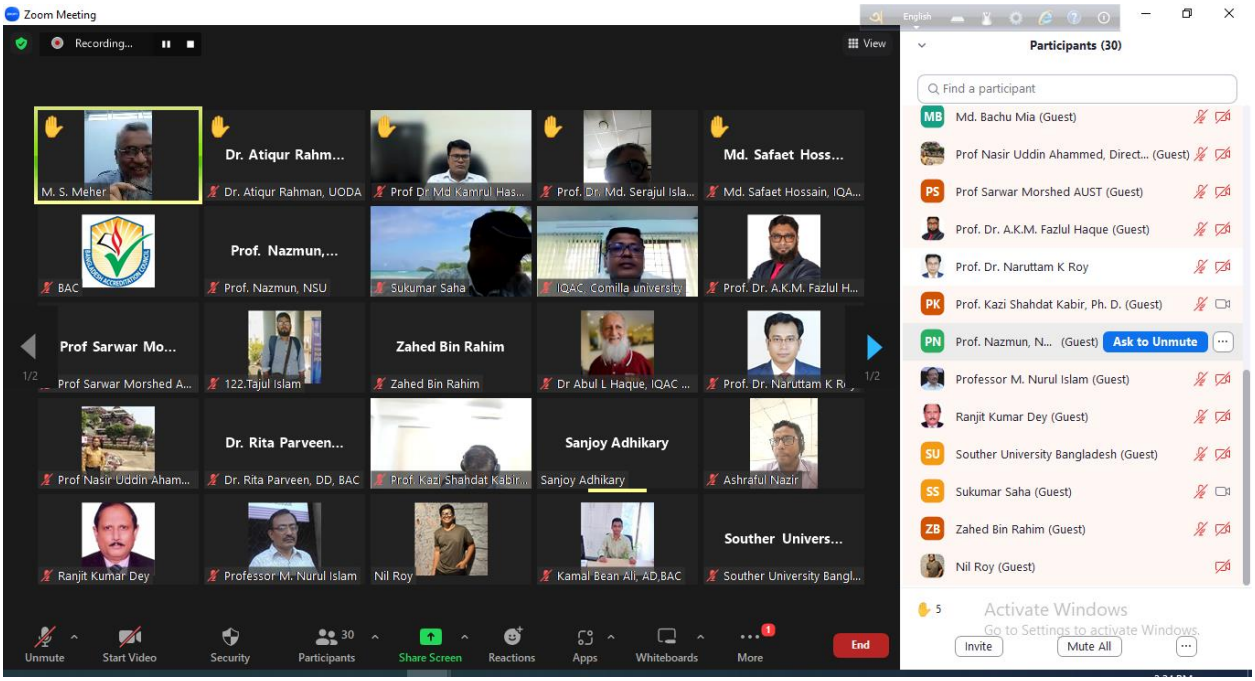

চিত্র: বিএনকিউএফ বাস্তবায়নে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিষয়ক ভার্চুয়াল সভা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি'র পরিচালক ও উপপরিচালকগণের সাথে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী।

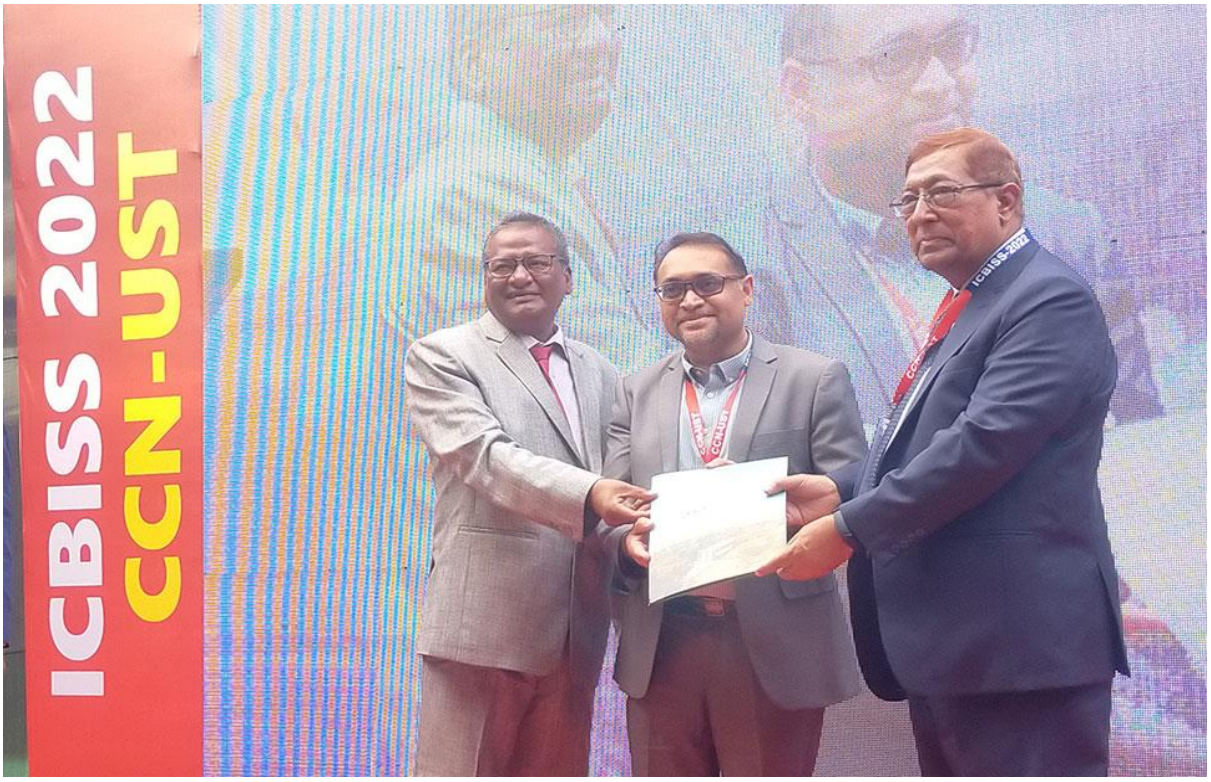

চিত্র: সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, কুমিল্লার কোটবাড়িতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৮টি দেশের গবেষকদের নিয়ে ব্যবসা, উদ্ভাবন এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের উপর আয়োজিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক কনফারেন্সর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

চিত্র: শান্ত মরিয়ম ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC আয়োজিত Ethics & Moralities of University Teachers সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলাম।

চিত্র: বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইনটেলের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশের ওমর ইশরাক। বাংলাদেশের ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগদান করতে এসে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে তিনি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র: অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম ও প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী।

চিত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি- এর হাতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর করছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ।

চিত্র: বাংলাদেশ ক্রিস্টালোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন এর ৭ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

চিত্র: বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল (BVC) এর বশেমুরবিপ্রবি (গোপালগঞ্জ) ক্যাম্পাস পরিদর্শক টিমে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম ।

চিত্র: Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটির সভায় আলোচনা করছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ, কাউন্সিল সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

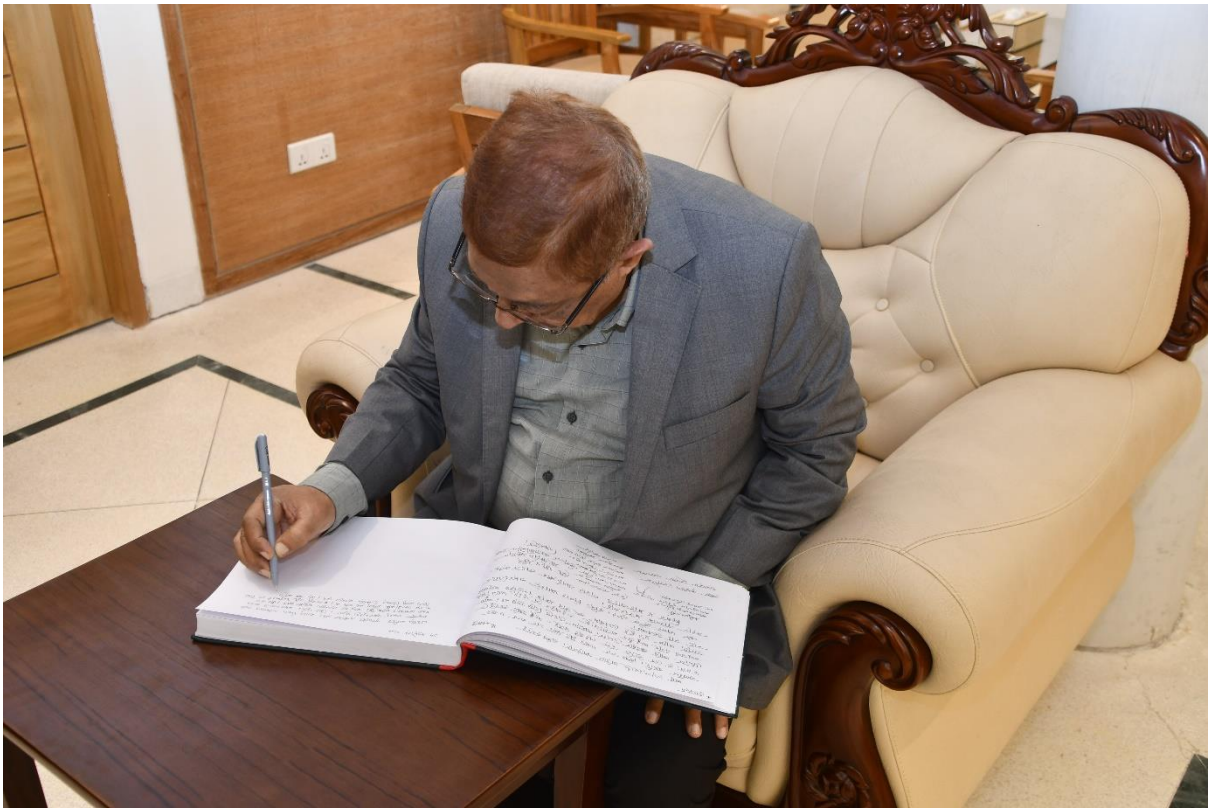

চিত্রঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ প্রাঙ্গনের পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করছেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

চিত্রঃ প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ নতুন মেয়াদে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. সৌমিত্র শেখর।

চিত্র: ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য ।

৬. কাউন্সিলের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বিধায় এর সকল প্রকার প্রশাসনিক ক্রয় ও অন্যান্য সকল প্রকার আর্থিক সুবিধা সরকারি নিয়ম অনুসারে করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে যে সকল কার্য সম্পাাদন করা হয় তা তুলে ধরা হলো:

৬.১ অফিস ডেকোরেশন

১ মিন্টো রোড ঠিকানাস্থ বিএসএল অফিস কমপেক্স-২ এর ৩য় তলার মধ্য ব্লকে (ব্লক-বি) কাউন্সিল অনুমোদিত নকশা অনুসারে অফিস ডেকারেশন কাজটি উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়। উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন যোগ্যতম দরদাতা এম কে ইন্টারন্যাশনাল এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দপ্তরের ব্লক-বি'তে প্রয়োজনীয় ফিটিং ও ফিক্সিংসহ পূর্ণ উচ্চতার গ্লাস পার্টিশন এবং অর্ধ উচ্চতার গ্লাস পার্টিশন রুম নির্মাণ কাজটি ১৭,৮৯,৮৪৩.৩৫/- (সতের লক্ষ উনআঁশি হাজার আটশত তেঁতাল্লিশ টাকা পয়ঁত্রিশ পয়সা) টাকায় সম্পাদন করা হয়। আরএফকিউ পদ্ধতিতে ৫,৮৩,৩৯০/- (পাঁচ লক্ষ তেরাশি হাজার তিনশত নব্বই) টাকা ব্যয় করে বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ইন্টারকম ইত্যাদি সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও কাউন্সিলের পুরাতন অফিস থেকে খুলে আনা ভার্টিকাল ব্লাইন্ডগুলো নবনির্মিত কক্ষসমূহে স্থাপন করার কাজে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয়সহ সর্বমোট টাকা ২৩,৯৮,২৩৩.৩৫/- (তেইশ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত তেত্রিশ এবং পয়সা পঁয়ত্রিশ) ব্যয় হয়েছে।

৬.২ অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ক্রয়

২০২২-২৩ অর্থবছরের কাউন্সিলের প্রয়োজনে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ও সংগ্রহ করা হয়। ১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আগত অতিথিদের জন্য নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টাকা ৪৭,৫০৮/-(সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত আট) টাক ব্যয়ে আরও ব্রান্ডের একটি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। কাউন্সিলে আগত অতিথিদের যথাযথভাবে আপ্যায়নের লক্ষ্যে টাকা ৪৭,৭৩০/- (সাতচল্লিশ হাজার সাতশত ত্রিশ) ব্যয়ে ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। কাউন্সিলের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) পদ্ধতিতে টাকা ৭,৬০,০০০/- (সাত লক্ষ ষাট হাজার) ব্যয়ে ১টি ক্রেস্ট সেলফ, ৪টি ফাইল ক্যাবিনেট, ৩টি সিন্দুক, ৫টি টেলিভিশন ও একটি স্ক্যানার ক্রয় করা হয়েছে। কাউন্সিলের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ও প্লাম্বিংসহ ছোটখাটো মেরামত কাজ সম্পাদনের জন্য টাকা ২২,৫০০/- (বাইশ হাজার পাঁচশত) ব্যয়ে যন্ত্রপাতি (ড্রিল মেশিন সেট, স্ক্রু ড্রাইভার সেট, রেঞ্চ, প্লায়ার্স, কড়াত, ব্লোয়ার মেশিন ইত্যাদি) ক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ও সংগ্রহ খাতে সর্বমোট টাকা ৯,৯৮,৮২৮/- (নয় লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত আটাশ) ব্যয় হয়েছে।

৬.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ

সফট্ ওয়্যার ডাটাবেজ

কাউন্সিলের জন্য ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে ব্যয় হয়েছে ২,৮০,০০০.০০/-(দুই লক্ষ আশি হাজার) টাকা। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে যার ব্যয় প্রতি মাসে ৫,০০০.০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা। ১০টি উইনডোজ, ১৫টি মাইক্রোসফট অফিস (OTM) প্রক্রিয়ায় ক্রয় করা হয়েছে যার ব্যয় ৬,১৭,৪০৫.০০/- (ছয় লক্ষ সতের হাজার চারশত পাঁচ) টাকা। এছাড়াও ২৪টি এন্টিভাইরাস ক্রয় করা হয়েছে। বিটিসিএল হতে ডোমেইন নিবন্ধন করা হয়েছে। যার ব্যয় ৫,৭৫০.০০/- (পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা। এছাড়াও মাইক্রোসফট অফিস ক্রয় করা হয়েছে ২৫,০০০.০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা ব্যয়ে। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১০,০০,০০০.০০/- (দশ লক্ষ) টাকা যা থেকে ব্যয় হয়েছে ৯,৯২,৬৪১.২০ টাকা।

কম্পিউটার আনুষঙ্গিক

২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে ১৬টি ডেস্কটপ, ৭টি ল্যাপটপ, ৪০টি ইউপিএস, ৭টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার, ৬টি ওয়েবক্যাম্প ক্রয় করা হয়েছে। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০,০০,০০০.০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা, মোট ব্যয় হয়েছে ১৮,৬৩,৮৯৮.০০/- (আঠার লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশত আটানব্বই) টাকা। উল্লেখ্য যে, ২০,০০,০০০.০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ থাকলেও মন্ত্রণালয় কর্তৃক শেষ কিস্তিতে প্রস্তাবিত ১৪,০০,০০০.০০/- চোদ্দ লক্ষ টাকা ছাড়া করা হয়নি। ফলে নগদ পরিশোধ করা হয়েছে ৫,৯৯,৩৭০.০০/- (পাঁচ লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত সত্তর) টাকা। অবশিষ্ট অর্থ ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে পরিশোধ করা হবে।

৬.৪ অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ

২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে ৮টি এক্সিকিউটিভ টেবিল ও মোবাইল ড্রয়ার, ৫টি ফাইল কেবিনেট, ১টি আলমারি, ক্যাটালগ সেলফ ১টি, ৫টি অনার বোর্ড ও ২৭টি নেইম প্লেট ক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্ত-কর্মচারীদের জন্য আরএফকিউ পদ্ধতিতে টাকা ২,৯৭,৭০০/- (দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত) ব্যয়ে ০৬ (ছয়)টি এক্সিকিউটিভ টেবিল, ০৪ (চার)টি ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয় করা হয়। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে কাউন্সিলের পরিচালকদের জন্য তিনটি টেবিল, অফিসারদের জন্য ৮ টি টেবিল, ভিজিটরদের জন্য ৪০ টি চেয়ার, ২৪ টি ফাইল কেবিনেট , ৮ টি আলমারি ও ২ সিটের তিনটি সোফা ক্রয় করা হয়। এতে মোট ব্যয় হয় ১২,৬৪,৯২০ (বারো লক্ষ চৌষাট্টি হাজার নয়শত বিশ টাকা)। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে টাকা ২৩,৫০০/- (তেইশ হাজার পাঁচশত) ব্যয়ে কাউন্সিলের জন্য একটি নোটিস বোর্ড স্থাপন করা হয়। এছাড়াও টাকা ২৪,৫০০/- (চব্বিশ হাজার পাঁচশত) ব্যয়ে ০২ (দুই)টি এক্সিকিউটিভ টেবিল ক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ খাতে সর্বমোট টাকা ১৮,৬৪,৮০০/- (আঠারো লক্ষ চৌষাট্টি হাজার আটশত মাত্র) ব্যয় হয়েছে।

৬.৫ যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত

২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে বিভিন্ন যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত করা হয়েছে । কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য ৫টি জিপ ও কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাসসহ মোট ০৬(ছয়)টি যানবাহন রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ সকল যানবাহনের বীমা, প্রিমিয়াম, মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ব্যয় হয়েছে টাক ১২,৩৪,৯৪৩.০০/- (বার লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত তেতাল্লিশ মাত্র), জ্বালানি বাবদ টাকা ১১,৭৬,৭০৭.৮২/- (এগারো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত সাত টাকা এবং বিরাশি পয়সা)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত খাতে সর্বমোট টাকা ২৪,১১,৬৫০.৮২/- (চব্বিশ লক্ষ এগারো হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা এবং পয়সা বিরাশি) ব্যয় হয়েছে।

৬.৬ পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ (সাধারণ)

২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত কাউন্সিলের আপ্যায়ন বিল বাবদ টাকা ৩,৬৮,৯৮৯/- (তিন লক্ষ আটাশি হাজার নয়শত উননব্বই), বিদ্যুৎ বিল বাবদ টাকা ১২,০১৮/- (বারো হাজার আঠার), ইউটিলিটি সেবা বাবদ টাকা ৭৭,৩৫০/- (সাতাত্তর হাজার তিনশত পঞ্চাশ), পানি বিল বাবদ টাকা ২০,১৫২/-(বিশ হাজার একশত বায়ান্ন), ইন্টারনেট বিল বাবদ টাকা ২,৪০,০০০/ (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার)-, ডাক বিল

বাবদ টাকা ৮০,৭২১/- (আশি হাজার সাতশত একুশ), টেলিফোন বিল বাবদ টাকা ৮৬,৪২৪ /- (ছিয়াশি হাজার চারশত চব্বিশ), আবাসিক ভবন ভাড়া বাবদ টাকা ১,৭১,৮০০/- (এক লক্ষ একাত্তর হাজার আটশত), প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ টাকা ৩,৪৪,৮০৫.৬০/- (তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত পাঁচ এবং ষাট পয়সা), বইপত্র ও সাময়িকী বিল বাবদ টাকা ৪,৫০,৪৩২.৫০/- (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত বত্রিশ এবং পঞ্চাশ পয়সা), প্রকাশনা বিল বাবদ টাকা ১,৪৮,২০৫/- (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত পাঁচ) অফিস ভবন ভাড়া বিল বাবদ টাকা ১,৩৩,৯৪,২২৯/- (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত উনত্রিশ), যাতায়াত বিল বাবদ টাকা ১১,০৪০/- (এগারো হাজার চল্লিশ), আউটসোর্সিং বাবদ ৩৫,৮৪,৯৬৫/- (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার নয়শত পয়ষট্টি), দৈনিক ভিত্তিক মজুরি বাবদ টাকা ১০,৫৫,৬২৫ /- (দশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছয়শত পঁচিশ), অডিট নিরীক্ষা বাবদ ব্যয় ১,৭২,৫০০/- (এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশত), প্রশিক্ষণ বাবদ টাকা ১৬,৩৭,৮৪০/- (ষোল লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশত চল্লিশ), ভ্রমণ বিল বাবদ টাকা ৪,৬৮,৪৫২/- (চার লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশত বায়ান্ন), সম্মানী বাবদ টাকা ৯,৪৫,৪০০/- (নয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার চারশত), অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি বাবদ টাকা ২,৩৮,২০৯/- (দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত নয়), অন্যান্য মনিহারী ২,৫১,৭৫১/- (দুই লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত একান্ন), মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ ৫,৭০,২৬৭ (পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার দুইশত সাতষট্টি) সহ সর্বমোট টাকা ২,৪৩,৩১,১৭৫.১/- (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত পঁচাত্তর এবং এক পয়সা) ব্যয় হয়েছে।

৬.৭ প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে অ্যাক্রেডিটেশন ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ও সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ আয়োজন বাবদ ১৬,৩৭,৮৪০.০০/- (ষোল লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার আটশত চল্লিশ) টাকা এবং সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন বাবদ ৩৮,০৩,৯৩৩.৪০/- (আটত্রিশ লক্ষ তিন হাজার নয়শত তেত্রিশ এবং চল্লিশ পয়সা) টাকা ব্যয় হয়েছে। এ দুই খাতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৫৪,৪১,৭৭৩.৪০/- (চুয়ান্ন লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত তিয়াত্তর এবং চল্লিশ পয়সা) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৮ পণ্য ও সেবা সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণ)

১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে কাউন্সিলের অফিস ভবন মেরামত ও স্থানান্তর বাবদ ২৩,৪৮,৬০৮.০০ টাকা, অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত বাবদ ৬০,২৪৩.০০ টাকা এবং কম্পিউটার সামগ্রী মেরামত বাবদ ৪৯,৩৮০.০০ টাকা, আসবাবপত্র মেরামত ও ব্যয় ৫৯,৩৮০.০০ টাকা সহ সর্বমোট ২৪,৫৮,২৩১.০০/- (চব্বিশ লক্ষ আটান্ন হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৬.৯ গবেষণা খাতে ব্যয়

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। এ অর্থ বছরে গবেষণা খাতে মোট টাকা ২৪,৯০,৯৫২/- (চব্বিশ লক্ষ নব্বই হাজার নয়শত বায়ান্ন) ব্যয় হয়েছে।

৬.১০ অন্যান্য খাতে ব্যয়

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি (চাঁদা) বাবদ টাকা ৪৪,১৬৯/- চুয়াল্লিশ হাজার একশত উনসত্তর), স্বাস্থ্য সেবা বাবদ ব্যয় ১৪,০৮০/- (চৌদ্দ হাজার আশি) সহ সর্বমোট ৫৮,২৪৯/- (আটান্ন হাজার দুইশত উনপঞ্চাশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.১১ ভান্ডার

মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মোতাবেক কাউন্সিল ভান্ডারের কাজ হলো ক্রয় কমিটি ও দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল মজুত রেজিস্টারে (Stock Book) নথিভুক্ত করা; ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে পুরাতন মালামাল বুঝে নেয়া ও পুরাতন/অকেজো মালামাল মজুত রেজিস্টারে (Dead Stock) নথিভুক্ত করা। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর প্রাপ্যতা অনুযায়ী মালামাল বিতরণ করা; ভান্ডারে সকল মালামালের যথাযথ মজুদ তদারকি করা এবং কোনো মালামালের মজুত শেষ হওয়ার পূর্বে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা; মাস শেষে সকল চাহিদাপত্রের মাধ্যমে বিতরণকৃত মালামালের হিসাব মজুত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং অবশিষ্ট মালামালের হিসাব (Blance) নিরুপণ; মালামালের বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ, প্রাক্কলন নির্ধারণ এবং দরপত্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব মালামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা

করা; চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কার্যকাল শেষে তাঁদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন ইত্যাদি জমা নেয়া ও সেগুলোর হিসাব সংরক্ষণ করা; মেরামতকৃত যানবাহনের পুরানো পার্টস জমা নেয়া এবং পুরানো/অকেজো মালামাল মজুত রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা; পুরানো/অকেজো মালামাল নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা; কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে আগত দেশি-বিদেশি অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য ক্রয়কৃত স্যুভিনির মজুত ও বিতরণ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা। ১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ভান্ডারে মজুত ও বিতরণের জন্য আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণে অন্যান্য মনিহারী ২,৫১,৭৫১/- (দুই লক্ষ একান্ন হাজার সাতশত একান্ন), টাকা ব্যয়ে স্টেশনারিজ মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল মালামাল সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬.১২ পরিবহন সুবিধা

সরকারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও চারজন পূর্ণকালীন সদস্যের জন্য ৫টি জিপ গাড়ি এবং কাউন্সিলে কর্মকর্তাদের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাস রয়েছে। কাউন্সিলের টেবিল অব ইকুইপমেন্ট সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকায় এবং গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় সংকোচনের সরকারি নির্দেশনা থাকায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে গাড়ি ক্রয় খাতে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নতুন গাড়ি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। চুক্তির ভিত্তিতে ভাড়াকৃত মাইক্রোবাস ভাড়া বাবদ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট টাকা ১০,৫০,২০৯/- (দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত নয়) ব্যয় হয়েছে।

৭. কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বিধায় এর আর্থিক লেনদেন সামগ্রিকভাবে আইন, প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণে পরিচালিত হয়। প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ যথাযথ হিসাবভুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় পৌনঃপুনিক আয়-ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাপ্ত বার্ষিক সরকারি আর্থিক মঞ্জুরি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) থেকে প্রাপ্ত এন্ডাউমেন্ট ফান্ড (Endowment Fund)-এর জন্য পৃথকভাবে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কাউন্সিলের হিসাব বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। হিসাব পরিচালনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের পরিচালকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ১৯ (১)-এর উপ-ধারা ২ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত উৎস হতে কাউন্সিল অর্থ গ্রহণ করতে পারবে:

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন থোক বরাদ্দ এবং বার্ষিক আর্থিক মঞ্জুরি;
(খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং
(গ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা হতে প্রাপ্ত আয়।

আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা ৩ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেটে সরকারি বরাদ্দ ধার্য ছিল ৮,৬৬,০০০.০০/- (আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার) টাকা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সবটুকু অর্থ খরচ করা যায়নি এবং মন্ত্রণালয় ও অর্থ ছাড় করেনি। সরকার হতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৭,২৬,৬২,০০০.০০ (সাত কোটি ছাব্বিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার মাত্র) টাকা যা কাউন্সিলের ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। প্রাপ্ত অর্থ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৬,৩৫,৮৬,৫৯৭.৪১/- (ছয় কোটি পঁয়ত্রিশ হাজার ছেয়াশি হাজার পাঁচশত সাতানব্বই টাকা একচল্লিশ পয়সা) ব্যয় করা হয়েছে। কাউন্সিলের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় এবং সরকারি কিছু বিধি-নিষেধ অনুসরণে কার্যক্রম সীমিত করার কারণে ৫১,২৫,৩৪৬.৫৯/- (একান্ন লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত ছেচল্লিশ এবং ঊনষাট পয়সা) টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। উদ্বৃত্ত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ১৯(৩) ও (৬) মোতাবেক কাউন্সিলের আর্থিক নীতিমালা ও হিসাব ম্যানুয়াল সংক্রান্ত প্রবিধান এবং কাউন্সিলের তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত তহবিলের অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় সরকারের নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান অনুসরণে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ২১(২) অনুযায়ী সরকারি অডিট টিম কর্তৃক কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করার বিধান রয়েছে এবং একই আইনের ২১ (৪) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সংজ্ঞায়িত এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিতোষিক প্রদান সাপেক্ষে কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করার বিধান আছে। উল্লেখ্য যে, কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো M.J Abedin & Co -Chartered Accountants, National Plaza,109 Road Bir Uttam C.R. Datta, Dhaka ১২০৫ কর্তৃক গত ৩০ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি. তারিখ থেকে ১৫ মে, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কাউন্সিলের ২০২১-২২ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়।

৭.১ বার্ষিক বাজেট বিবরণী

বাজেট আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ২০ অনুসরণে দুই ধরণের অর্থাৎ পৌনঃপুনিক ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা কাউন্সিলের দায়িত্ব। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল পর্যায়ে পৌনঃপুনিক বাজেটে কাউন্সিলের সম্ভাব্য বার্ষিক আর্থিক লেনদেন প্রতিফলিত হয়। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে কাউন্সিলের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিনির্ভর চলতি বছরের সংশোধিত এবং পরবর্তী বছরের মূল বাজেট প্রণয়নপূর্বক জুন মাসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব কাউন্সিলের ওপর বর্তায় এবং এ লক্ষ্যে সরকারি সহায়তা গ্রহণের জন্য প্রয়াস চালানো অপরিহার্য। কাউন্সিলের নিজস্ব জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন সরকারি প্রচলিত পদ্ধতি, নীতিমালা ও নীতি-নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.২ অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ

কাউন্সিলের ২০২২-২৩ অর্থবছরের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার আবর্তক অনুদান হিসাবে টাকা ৭,২৬,৬২,০০০.০০/- (সাত কোটি ছাব্বিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার মাত্র) প্রদান করে। কাউন্সিল ২০২২-২৩ অর্থবছরে যানবাহন ব্যবহার বাবদ ৪২,০৩৬.০০/- (বিয়াল্লিশ হাজার তিনশত ছত্রিশ) টাকা আয় করে। এছাড়া অন্যান্য খাতে মোট ৪৩,৬৭১.০০/- (তেতাল্লিশ হাজার ছয়শত একাত্তর) টাকা পাওয়া গেছে। এ অর্থবছরে প্রাপ্ত নিট ব্যাংক মুনাফার পরিমান ৩,২১,০৭২.০০/- (তিন লক্ষ একুশ হাজার বাহাত্তর) টাকা, পুরাতন মালামাল বিক্রয়ের আয় ৪,৯০০.০০/- (চার হাজার নয়শত) টাকা, শিডিউল বিক্রয়ের আয় ৯,৭০০.০০/- (নয় হাজার সাতশত) টাকা, ৪২,৩৫০.০০/- (বেয়াল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকাসহ মোট আয় ৮,৭৯,৯০,৫৯৩.০৪/- (আট কোটি ঊনআশি লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশত তেরানব্বই এবং চার পয়সা) টাকা। ব্যয়ের খাতসমূহ হলো (১) বেতন ভাতা, (২) পণ্য ও সেবা, (৩) গবেষণা, (৪) যন্ত্রপাতি, (৫) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, (৬) অন্যান্য মূলধনী ব্যয় (আসবাবপত্র)। খাতওয়ারী ব্যয়সমূহ সারণি-২ এ দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত ৬টি খাতে ব্যয় করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের অব্যয়িত অনুদানের অর্থ ৯০,৭৫,৪০২.৫৯/- (নব্বই লাখ পচাত্তর হাজার চারশত দুই এবং ঊনষাট পয়সা) টাকা মাত্র সরকারি তহবিলে প্রত্যার্পন করা হয়।

সারণি ২: কাউন্সিলের ২০২২-২৩ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব

অর্থবছর ২০২২-২৩			
ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**প্রাপ্তি**	**পরিশোধ**
১.	প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	৫৬,৬৫,৩৫৪.০৪	
২.	প্রাপ্তি (সরকারী অনু)	৭,২৬,৬২,০০০.০০	
৩.	ব্যাংক মুনাফা (নীট	৩,১২,০৯৪.২০	
৪.	যানবাহন ব্যবহার হতে আয়	৪১,৯৪৮.০০	
৫.	অনন্যা প্রাপ্ত আয়	৫৬,৯৫০.০০	
৬.	পূর্বের অগ্রিম সমন্বয়ের ফেরত	১০,৫০৬.০০	
৭.	উপ মোট আয়	৭,৮৭,৪৮,৮৫২.২৪	
৮.	নিয়োগের আয়-	৬০,১৩,৮০০.০০	
৯.	সর্বমোট আয়	৮,৪৭,৬২,৬৫২.২৪	
১০.	পরিচালন ব্যয় (২০২২-২৩)		৬,৩৫,৬০,৬৪৬.৬৩
১১.	নিয়োগের খরচ-(৩০.০৬.২৩) পর্যন্ত		১৫,৬২,১৭৮.০০
১২.	সরকারি অর্থ ফেরত		৯১,০১,৩৫৪.১৭
১৩.	নিয়োগের তহবিল স্থিতি		৪৪,৫১,৬২২.০০
১৪.	নিজস্ব তহবিল স্থিতি		৬০,৮৬,৮৫১.৪৪
১৫.	উভয় দিকের যোগফল	৮,৪৭,৬২,৬৫২.২৪	৮,৪৭,৬২,৬৫২.২৪

৭.৩ এনডাউমেন্ট ফান্ড

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) হতে প্রাপ্ত এনডাউমেন্ট ফান্ড-এর টাকা ৮০,০০,০০,০০০.০০ (আশি কোটি টাকা)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনতা ব্যাংক বিমক শাখায় ৪টি এবং এস আই বি এল ও প্রিমিয়ার ব্যাংকে একটি করে মোট ৬টি মেয়াদী হিসাবে জমা রাখা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এনডাউমেন্ট ফান্ড হতে মোট টাকা ৫,০৮,৪৩,৩৮২.৪৩ (পাঁচ কোটি আট লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিনশত বিরাশি এবং পয়সা তেতাল্লিশ মাত্র) টাকা মুনাফা বাবদ পাওয়া গেছে।

সারণি ৩: কাউন্সিলের ২০২২-২৩ অর্থবছরে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড এর হিসাব (Endowment Fund)

বিবরণ		
	২০২২-২৩	
	প্রাপ্তি	মন্তব্য
প্রারম্ভিক তহবিল (১.৭.২০১৯)	৮০,০০,০০,০০০.০০	
২০২০-২১ পর্যন্ত মুনাফা	৯৯,৯৩৩,৬০৭.৭১	
২০২১-২২ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি	১৭,২৫৩,১২৬.১৬	
২০২২-২৩ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি	৫০৮৪৩৩৮২.৪৩	

সারণি ৪: কাউন্সিলের ২০২২-২৩ অর্থবছরে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড (Endowment Fund) থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২১-২২ অর্থবছর		হিসাব নম্বর
		জমাকৃত অর্থ	মুনাফা প্রাপ্তির তারিখ	
১.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এসএনডি হিসাব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	১১,১১৬.৩০	-	বিএসি এনডাউমেন্ট ফান্ড
২.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	হিসাব নং- ০১০০১৭৭৫২৮৭০১		
৩.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	৪০০,০০০,০০০.০০	২৫ জুলাই ২০২৩	এফডিআর নং
৪.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	০১০০২০৭৬৮৩০৮১		
৫.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	২৪০,০০০,০০০.০০	২ সেপ্টেম্বর ২০২৩	এফডিআর নং
৬.	সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড, পান্থপথ শাখা, ঢাকা	০১০০২১৬৪৬৯০২৪		
৭.	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।	৩,৮৩,৪৯,০০০.০০	২ সেপ্টেম্বর ২০২৩	এফডিআর নং
৮.	জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শাখা, আগারগাঁও, ঢাকা	০১০০২১৬৪৬৮৯৮২		

৮. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন/পালন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনময় আত্মত্যাগ ও অবিসংবাদিত নেতৃত্বগুণে পৃথিবীর বুকে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতার মন্ত্রে বাঙালি জাতিকে হাজার বছরের ঐতিহ্য ও লালিত বিশ্বাস থেকে উৎসারিত প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ করেছেন। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করেছে।

৮.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে কাউন্সিলের পক্ষ হতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

৮.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমাে এঁর ৪৭ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম এর সভাপতিত্বে সভায় মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও বাংলা একাডেমির সভাপতি সেলিনা হোসেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। সভায় বঙ্গবন্ধু সরকারের কার্যক্রমের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো. গোলাম শাহি আলম। সভায় কাউন্সিলের সকল পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন সদস্যগণ, বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় এর আইকিউএসি'র পরিচালকগণ এবং কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

৮.৩ শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন ও আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এইদিন কাউন্সিল কার্যালয়ে স্থাপিত রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কাউন্সিল কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে।

চিত্র: শেখ রাসেল দিবসে আলোচনা করছেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম

৮.৪ মহান শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

১৪ই ডিসেম্বর মহান শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

৮.৫ মহান বুদ্ধিজীবী দিবসে আলোচনা সভা

১৪ ডিসেম্বর ২০২২ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন, বঙ্গবন্ধু চেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য, কাউন্সিল সচিব ও সকল কর্মকর্তাবৃন্দ।

৮.৬ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আড়ম্বরপূর্ণ ও মর্যাদায় জাতির গৌরবময় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে। কাউন্সিল কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

৮.৭ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ পালন করা হয়। প্রভাত ফেরি শেষে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

৮.৮ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে শ্রদ্ধা নিবেদন করে জাতির পিতাকে স্মরণ করে।

৮.৯ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩ তম জন্মবার্ষিক ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা ইনস্টিটিউটে কাউন্সিলের রুটিন দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান জনাব ইসতিয়াক আহমেদ এর নেতৃত্বে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

৮.১০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখ কাউন্সিলের সভা কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভায় কাউন্সিলের সকল পূর্ণকালীন সদস্যগণ, সচিব এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৮.১১ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস ২০২৩ এ বাংলাদেশ অ্যাক্রডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

৮.১২ মুজিবনগর দিবস ১৭ এপ্রিল ২০২৩

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাদুঘরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, পূর্ণকালীন সদস্যগণ, সচিব এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

৯. কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

১. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত খসড়া "অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা, ২০২২" সরকার কর্তৃক অনুমোদন;
২. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ প্রণয়ন;
৩. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন;
৪. কাউন্সিলের অ্যাকাডেমিক নিরীক্ষা গাইড লাইন প্রণয়ন;
৫. আক্রেডিটেশনের মানদণ্ড (Standard) ও নির্ণায়ক (Criteria) নির্ধারণ;
৬. কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামোসহ ৫৫টি পদ সৃজন;
৭. কাউন্সিলের তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংক্রান্ত বিধি, ২০২০ এর খসড়া প্রণয়ন;
৮. কাউন্সিলের আর্থিক নীতিমালা ও হিসাব ম্যানুয়াল সংক্রান্ত প্রবিধান, ২০২০ এর খসড়া প্রণয়ন;
৯. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) আইন, ২০১৭ এর ইংরেজি পাঠ প্রণয়ন;
১০. বাংলাদেশ আক্রেডিটেশন কউন্সিল এন্ডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২০ এর খসড়া অনুমোদন;
১১. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্ক (Asia Pacific Quality Network (APQN) এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্য পদ গ্রহণ;
১২. কাউন্সিলের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (কিউএ) প্রফেসনালদের তালিকা প্রণয়ন;
১৩. ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯টি গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল;
১৪. কাউন্সিল কর্তৃক ১২টি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি নির্বাচন করে ১২টি বিষয়ের ডিসিপ্লিন ভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়াদি সুনির্দিষ্টকরণ সম্পন্নকরণ;
১৫. অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য ৫৫জন

অধ্যাপককে অ্যাকাডেমিক অডিটর হিসেবে অনুমোদন;

১৬. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে (এ পর্যন্ত শতাধিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে) Quality Assurance and Accreditation বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

১৭. অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে অ্যাক্রেডিটেশন লক্ষ্যে এ বছরে দেশের মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৯টি প্রোগ্রামের Intent to Apply গ্রহণ ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু।

১০. কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:

১. সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) প্রতিষ্ঠা এবং সক্রিয়করণ;
২. গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি পরিহার করে BNQF পরিগ্রহণে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ;
৩. শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
৪. Institutional Quality Assurance Cell এর পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশাগত সক্ষমতাকে গুরুত্বারোপে উদ্বুদ্ধকরণ;
৫. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রমের ফলাফল-ভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ণ, ছাত্র-কেন্দ্রিক পাঠদান এবং শিখন ফলের মূল্যায়নে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি;
৬. অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষিত রিসোর্স পারসন তৈরি;
৭. শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি;
৮. মহাবিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ;
৯. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি;
১০. বিশ্ববিদ্যালয়-ইন্ডাস্ট্রি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা;
১১. ঢাকায় নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ভবনে কাউন্সিলের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা;
১২. BNQF -এর যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য এরিয়া স্পেসিফিক এবং বিষয় স্পেসিফিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানুয়াল, ক্রেডিট অ্যাকুমুলেশন অ্যান্ড ট্রান্সফার গাইডলাইন, অপারেশন ম্যানুয়াল তৈরিকরণ এবং তৈরিকৃত এসব ম্যানুয়াল ও গাইডলাইন অনুসরণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধকরণ।

'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নং -৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১০.০০৬.২০১৯-১৪৮

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪২৮ / ১৬ জুন ২০২১

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা।

বিষয়: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রাজস্ব খাতে সৃজিত ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রাজস্ব খাতে সৃজিত নিম্নোক্ত ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি পদের মেয়াদ ০১ জুন ২০২১ হতে ৩১ মে ২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর সংরক্ষণের সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হলো:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম (জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী)	মন্তব্য
১.	পরিচালক	০৩ (তিন) টি	৪৩০০০-৬৯৮৫০ গ্রেড-৫	
২.	উপপরিচালক	০৬ (ছয়) টি	৩৫৫০০-৬৭০১০ গ্রেড-৬	
৩.	প্রোগ্রামার	০১ (এক) টি	৩৫৫০০-৬৭০১০ গ্রেড-৬	
৪.	সহকারী পরিচালক	০৯ (নয়) টি	২২০০০-৫৩০৬০ গ্রেড-৯	
৫.	সহকারী গ্রন্থাগারিক	০১ (এক) টি	১৬০০০-৩৮৬৪০ গ্রেড-১০	
৬.	ভান্ডার কর্মকর্তা	০১ (এক) টি	১৬০০০-৩৮৬৪০ গ্রেড-১০	
৭.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১ (এক) টি	১২৫০০-৩০২৩০ গ্রেড-১১	
৮.	কম্পিউটার অপারেটর	০৬ (ছয়) টি	১১০০০-২৬৫৯০ গ্রেড-১৩	
৯.	প্রুফরিডার	০১ (এক) টি	১০২০০-২৪৬৮০ গ্রেড-১৪	
১০.	সহকারী হিসাবরক্ষক	০১ (এক) টি	১০২০০-২৪৬৮০ গ্রেড-১৪	
১১.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১২ (বার) টি	৯৩০০-২২৪৯০ গ্রেড-১৬	

অ:পৃ:দ্র:

G:\Desktop\ACCREDITATION COUNCIL\Letter - Retention.docx

১২.	ক্যাটালগার	০১ (এক) টি	৯৩০০-২২৪৯০ গ্রেড-১৬	
১৩.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১ (এক) টি	৯৩০০-২২৪৯০ গ্রেড-১৬	
১৪.	অফিস সহায়ক	১০ (দশ) টি	৮২৫০-২০০১০ গ্রেড-২০	
১৫.	বার্তাবাহক	০১ (এক) টি	৮২৫০-২০০১০ গ্রেড-২০	
	মোট=	৫৫ (পঞ্চান্ন) টি		

২। শর্তসমূহঃ

(ক) বর্ণিত পদসমূহের ব্যয় ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩ ও ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের কোড নং- ১২৫০১০১-১৩১০১৯৩০০-৩৬৩১১০১-৩৬৩১১০২ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে;

(খ) পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩.০৫.২০০৩ খ্রি. তারিখের মপবি/ক:বি:শা:/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬.০৩.২০১৪ খ্রি. তারিখের ০৫.১৫২.০১৫.০২.০০.০১৭.২০১২-৬৮ সংখ্যক পরিপত্রের সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে;

(গ) সংরক্ষিত পদসমূহ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চাকরি বিধিমালায় এবং সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত সকল শর্ত পালনসহ এ বিষয় বিদ্যমান সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

২৬/০৬/2022
(শামিমা বেগম)
উপসচিব
ফোন-৯৫৪৯১৭৬

নং -৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১০.০০৬.২০১৯-১৪৮/১(১২)

তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪২৮ / ১৬ জুন ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি :

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, মহাখালী, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। উপ-সচিব (বাজেট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট), শাখা-৩, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৬/০৬/2022
(শামিমা বেগম)
উপসচিব

G:\Desktop\ACCREDITATION COUNCIL\Letter - Retention.docx

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্প

ক্রম নং.	গবেষণা প্রকল্প	মুখ্য গবেষক/সহযোগী গবেষক
10.	133/2022-23: Status of Implementation of Outcome based Education in Engineering Programs in Bangladesh	Principal Investigator: Nehreen Majed, PhD Professor essor and Head Department of Civil Engineering University of Asia Pacific, Dhaka.
		Co-researcher: Dr. M. R. Kabir Professor essor Department of Civil Engineering Daffodil International University, Savar, Dhaka.
11.	162/2022-23: Status of the current practices and challenges of implementing outcome based education (OBE) in some selected universities of Bangladesh	Principal Investigator: Professor essor Dr. Shaikh Shamim Hasan Department of Agricultural Extension and Rural Development Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur.
		Co-researcher: Professor essor Dr. Md. Abiar Rahman Director (IQAC) Department of Agroforestry and Environment Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur.
12.	158/2022-23: Quality Assurance for Higher Education in the Fourth Industrial Revolution: An Assessment based on Bangladeshi University Graduates' Readiness	Principal Investigator: Professor essor Dr. M. Zakir Saadullah Khan Department of Economics Comilla University, Cumilla.
13.	050/2022-23: The Use of Inquiry-based Learning in Agricultural Higher Education: Teacher-Student's Perspectives on Integrating Inquiry Pedagogy into the Curriculum	Principal Investigator: Professor essor Dr. Md. Mamun-ur-Rashid Department of Agricultural Extension and Rural Development Patuakhali Science and Technology University, Patuakhali.
14.	165/2022-23: Exploring stakeholder's perspectives on the attributes of Professor essional skills of Veterinarians graduated from Bangladesh Agricultural University	Principal Investigator: Professor essor Dr. Nasrin Sultana Juyena Department of Surgery and Obstetrics Faculty of Veterinary Sciences Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.
15.	024/2022-23: Ensuring Quality Education of Universities in Sylhet, Bangladesh: Faculty Resources Perspective	Principal Investigator: Professor essor Dr. Md. Azizul Baten Department of Statistics School of Physical Sciences Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet.

ক্রম নং.	গবেষণা প্রকল্প	মুখ্য গবেষক/সহযোগী গবেষক
16.	163/2022-23: Quality Assurance Assessment at the National University of Bangladesh: A Mixed-method approach	Principal Investigator: Mohammad Tipu Sultan, Ph.D. Associate Professor essor & Head Department of the Bengali Language and Literature Government Ain Uddin College, Modhukhali, Faridpur.
17.	081/2022-23: Adopting the accreditation in higher education: a mixed-method study among the private and public universities	Principal Investigator: Professor essor Dr. Md. Mizanur Rahman Sarker Department of Agricultural Statistics Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka.
18.	047/2022-23: Status of Implementation of Outcome-Based Education (OBE) in Selected Agricultural Universities in Bangladesh	Principal Investigator: Dr. Masuma Habib DIC, PhD (Imperial College of Science Technology and Medicine, University of London) Professor essor (Animal Science) Graduate Training Institute (GTI) Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.
		Co-researcher: Mr. Golam Mohammad Mostakim Assistant Professor essor Graduate Training Institute (GTI) Bangladesh Agricultural University, Mymensingh.

Discipline Specific/Subject Specific বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন

Sl. No.	Discipline	Name and Address of the Expert
1.	Business	Professor Dr. Syed Ferhat Anowar Institute of Business Administration University of Dhaka, Dhaka-1000 01841337428 ferhat@iba-du.edu
		Professor Dr. Md. Enayet Hossain Dept. of Tourism and Hospitality Management University of Rajshahi, Rajshahi 01746583853, 01711461460 mehossain@yahoo.com
		Professor Dr. Anup Chowdhury Department of Business Administration East West University, Dhaka 01749716097 anup@ewubd.edu
2.	ICT, Computer Science & Engineering	Professor Dr. Md. Mostofa Akbar Dept. of Computer Science and Engineering Bangladesh University of Engineering Technology, Dhaka-1000, 01715006345 mostofa@cse.buet.ac.bd mostofa722002@yahoo.ca
		Professor essor Dr. Hafiz Md. Hasan Babu Dept. of Computer Science and Engineering University of Dhaka, Dhaka-1000 01711351055 hafizbabu@hotmail.com hafizbabu@du.ac.bd
		Professor Dr Syed Akhter Hossain Dept. of Computer Science and Engineering Canadian University of Bangladesh, Moddobadha, Dhaka-1212 01817382645 akhter.hossain@cub.edu.bd
3.	Agriculture	Professor Dr. Kurshed Alam Bhuiyan (Rtd.) Dept. of Plant Pathology Flat# 605/B, Madhobilota, Building no: 17/B, Sector:18, Uttara, Dhaka 1230 01716483814 kabhuiyan55@yahoo.com
		Professor Dr. Solaiman Ali Fakir Department of Crop Botany Bangladesh Agricultural University Mymensingh-2202 01715523202 fakirmsa@yahoo.com

		fakirmsa@gmail.com
		Professor Dr. Bikash Chandra Sarkar Department of Agricultural Chemistry Haji Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur 01715057609 bikash@hstu.ac.bd
4.	Agri-Economics	Professor Dr. Mohammad Mizanul Haque Kazal Department of Agribusiness Management, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 01712502840 mhkazal@gmail.com, mhkazal@sau.edu.bd
		Professor Dr. Mohammad Saidur Rahman Department of Agricultural Economics Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 01733980428 saidurbau@yahoo.com
		Professor Dr. Md. Salauddin Palash Department of Agribusiness and Marketing Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202 01712187166 palash@bau.edu.bd
5.	Forestry	Professor Dr. A.Z.M. Monzoor Rashid Department of Forestry and Environmental Science, Shahjalal University of Science & Technology, Sylhet 01711302555 pollen_forest@yahoo.com rashid-fes@sust.ed
		Professor Dr. Md. Iftekhar Shams Forestry and Wood Technology discipline Khulna University, Khulna 01714353399 shamsfwt75@gmail.com
		Professor Dr. Mohammad Mozaffar Hossain Department of Forestry and Environmental Sciences University of Chittagong, Chattogram 01711307324 mozaffarhm57@gmail.com, mozaffarhm57@yahoo.com
6.	Veterinary	Professor Dr. Mohammad Rafiqul Islam Department of Pathology Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 01712849565 mrislam_bau@yahoo.com
		Professor Dr. Md. Nazrul Islam Department of Anatomy & Histology

		Sylhet Agricultural University, Sylhet 01711934644 mnislam58@yahoo.com
		Professor Dr. A. K. M. Saifuddin Department of Physiology, Biochemistry & Pharmacology Chattogram Veterinary & Animal Sciences University, Chattogram-4225 01813309788 saifuddincvu@yahoo.com
7.	Fisheries	Professor Dr. Md. Monirul Islam Department of Fisheries University of Dhaka, Dhaka-1000 01716363505 monirul.islam@du.ac.bd
		Professor Dr. Md. Harunur Rashid Department of Fisheries Management Bangladesh Agricultural University, Mymensingh 01924429971 rashid@bau.edu.bd
		Professor essor Dr. Muhammad Abdur Rouf Fisheries & Marine Resource Technology Discipline. Khulna University, Khulna-9208 01711032019 roufku@yahoo.com
8.	Arts (Bangla)	Professor Dr. Mohammad Giasuddin Dept. of Bangla University of Dhaka, Dhaka-1000 01711-181763, 01552341789 Gias_shamim@yahoo.com Gias_shamim@du.ac.bd
	Arts (English)	Professor Dr. Nevin Farida Dept. of English University of Dhaka, Dhaka-1000 01815068091 nevinfarida@du.ac.bd
	Arts (Islamic History)	Professor Dr. Mohammad Fayek Uzzaman Dept. of Islamic History University of Rajshahi, Rajshahi 01716303490 fayekuzzamanm@ru.ac.bd fayekuzzamanm@gmail.com
	Arts (Philosophy)	Professor Dr. A.S.M Anwarullah Bhuiyan Dept. of Philosophy Jahangirnagar University, Savar, Dhaka 01921669223 anwarullah71.ju@gmail.com anwarullah-bhuiyan@juniv.edu

9.	Law	Professor Dr. Taslima Monsoor Dept. of Law University of Dhaka, Dhaka-1000 01714109631 taslima_monsoor@yahoo.com taslima.monsoor@aiub.edu
		Professor Dr. Kudrat-E-Khuda Department of Law Daffodil international University, Dhaka 01716472306 kekbabu@gmail.com
		Professor Dr.Sarkar Ali Akkas Dept. of Law Jagannath University, Dhaka 01715057243 aliakkas@gmail.com
10.	Social Science	Professor essor Dr. A.K. Enamul Haque Dept. of Economics East West University, Dhaka 01819219063 akehaque@ewu.bd.edu
		Professor Dr. Mahmuda Khatun Dept. of Sociology University of Dhaka, Dhaka-1000 01720032441 mahmuda1996@yahoo.com mahmudak@du.ac.bd
		Professor Dr. Pranab Kumar Panday Dept. of Public Administration University of Rajshahi, Rajshahi 01741081664 pranabpanday@yahoo.com
		Professor essor Dr. Mohammad Sohrab Hossain Dept. of Political Science University of Dhaka, Dhaka-1000 01758341127 0155232951 sohrab1974@du.ac.bd
11.	Electrical and Electronic Engneering (EEE)	Professor Dr. Abdul Gaffar Dept. of Electrical and Electronic Engneering (EEE) Rajshahi University of Engneering and Technology, Rajshahi 01703129619 agmagk@gmail.com iqac@ruet.ac.bd
		Professor Dr. Anisul Haque Dept. of Electrical and Electronic Engneering (EEE) East West University, Dhaka 01715060000 ahaque@ewubd.edu

		Professor Dr. AKM Fazlul Haque Dept. of Electrical and Electronic Engneering (EEE) Daffodil International University, Dhaka 01713493021 akmfhaque@daffodilvarsity.edu.bd director-iqac@daffodiluniversity.edu.bd
12.	Pharmacy	Professor Dr. Firoj Ahmed Dept. of Pharmacy University of Dhaka, Dhaka-1000 01711972965 Firoj72@du.ac.bd
		Professor Dr. Ashik Mosaddik Pro-Vice Chancellor Varendra University, Rajshahi 01730406507 provc@vu.edu.bd mamosaddik@ru.ac.bd
		Professor Dr. Hasina Yasmin Dept. of Pharmacy BRAC University, Dhaka 01779488489 hasina.yasmin@bracu.ac.bd

List of Academic Auditors for Accreditation Committee and BAC Academic Audit

Sl. No.	Name & Designation	Address	Cell and e-mail
1.	Dr. Mohammad Rafiqul Islam Professor	Department of Naval Architecture & Marine Engineering Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka & Vice-Chancellor Islamic University of Technology, Board Bazar, Gazipur-1704	01817-571911 rafiqis@gmail.com, rafiqis@name.buet.ac.bd
2.	Dr. Sukumar Saha Professor	Department of Microbiology & Hygiene Bangladesh Agricultural University. Mymensingh-2202	01740-847 339 sukumar.saha@bau.edu.bd
3.	Dr. Md. Jahanur Rahman (Deceased) Professor	Department of Statistics University of Rajshahi, Rajshahi-6205	01915-689855 jahan.stat@ru.ac.bd
4.	Dr. Mohammed Ziaul Haider, Professor	Economics Discipline, Khulna University, Khulna-9208	01730-004131 haidermz@econ.ku.ac.bd
5.	Dr Ain-ul Huda Professor	Department of Physics & Director IQAC Jagannath University-1100	01716-914438 ainul.huda@gmail.com ainul.huda@phy.jnu.ac.bd
6.	Dr. ABM Rahmatullah Professor	Department of Economics American International University Bangladesh, Plot-408/1, Kuril, Kuratoli Road, Khilkhet, Dhaka-1229	01913-532148 rahmatullah@aiub.edu
7.	Dr Asaduzzaman Professor	Department of Computer Science & Engineering Chittagong University of Engineering & Technology. Chittagong-4349	01938-534828 asad@cuet.ac.bd
8.	Dr. Kazi Bayzid Kabir Professor	Department of Chemical Engineering Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka-1000	01919-190800 kazibayzid@gmail.com kazibayzid@che.buet.ac.bd
9.	Dr. Md. Sarwar Jahan Professor essor	Agrotechnology Discipline, Khulna University, Khulna-9208	01712-813106 mjahan70@yahoo.com mjahan70@ku.ac.bd
10.	Dr. Farheen Hassan Professor	Associate Dean, Faculty of Business Administration & Director, IQAC American International University-Bangladesh, Plot-408/1, Kuril, Kuratoli Road, Khilkhet, Dhaka-1229	01715-013137 farheen@aiub.edu
11.	Dr. K. M. Abdus Sobahan Professor essor	Department of Electrical & Electronics and Engineering, Islamic University, Kushtia-7003	01749-368348 asobahan@yahoo.com

12.	Dr. Khawza Iftekhar Uddin Ahmed Professor	Department of Electrical & Electronics and Engineering United International University, United City, Madani Avenue, Satarkul, Badda, Dhaka-1212	01914-328369 khawza@eee.uiu.ac.bd
13.	Choudhury Muhammed Mukammel Wahid Professor	Department of Computer Science & Engineering Metropolitan University, Bateshwar, Sylhet-3103	01713-328332 mwahid@metrouni.edu.bd
14.	Dr. M. Abul Kashem Professor (Retd.)	Department of Agricultural Extension Former Vice Chancellor Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur-5200	01711-957558 kashem1953@gmail.com
15.	Dr. Bikash Chandra Sarker Professor	Department of Agricultural Chemistry Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur-5200	01715-057609 bikash@hstu.ac.bd
16.	Dr. Md. Shafiqul Islam Professor essor (Retd.)	Department of Ophthalmology Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka-1000 Residence: 9/A, Confidence Tower, 5/L, Satmasjid Road, Mohammadpur, Dhaka-1207	01711-843740 Professor shafiqul@yahoo.com
17.	Dr. Md. Sirajul Islam Professor	Department of Environmental Science & Resource Management Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902	01710-660209 islammstazu@yahoo.com
18.	Dr. Md. Khurshed Alam Bhuiyan Professor (Retd.)	Flat# 605/B, Madhobilata, Building No: 17/B, Sector-18, Uttara, Dhaka-1230	01716-483814 kabhuiyan55@yahoo.com
19.	Dr. Nazmun Nahar Professor essor	Department of Civil and Environmental Engineering North South University, Plot-15, Block-B, Bashundhara, Dhaka-1229	01842-678926 nazmun.nahar@northsouth.edu
20.	Dr. Md. Solaiman Ali Fakir Professor essor	Department of Crop Botany Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202	01715-523202 fakirmsa@gmail.com
21.	Dr. Md. Nazrul Islam Professor	Department of Civil Engineering Dhaka University of Engineering & Technology, Gazipur-1707	01716-539548 nazrul2100@yahoo.com nazrul2100@duet.ac.bd
22.	Dr. Harasit Kumar Paul Professor	Department of Dermatology & Venereology Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dhaka-1000	01711-008633 harasit_paul@yahoo.com

23.	Dr. Mohammad Forhad Hossain Professor	Department of Textile Engineering Bangladesh University of Textiles, Dhaka-1208	01714-322070 forhadbd77@gmail.com forhad@dce.butex.edu.bd
24.	Dr.Md. Taher Billal Khalifa Professor	School of Business & Economics, Metropolitan University, Bateshwar, Sylhet-3103	01913-586363 tkhalifa@metrouni.edu.bd
25.	Dr. G. R. Ahmed Jamal Associate Professor	Department of Electrical & Electronics and Engineering University of Asia Pasific, House-17/A, Green Road, Dhaka-1215	01840-047284 ahmed.eee@uap-bd.edu
26.	Dr. Mohammed Abdullah Mamun Professor	Department of Management Faculty of Business Administration University of Chittagong, Chittagong-4331	01755-551118 mabdullahmamun@cu.ac.bd mabmamun7@gmail.com
27.	Dr. Md. Rezaul Karim Professor essor	Department of Civil Engineering Dhaka University of Engineering & Technology, Gazipur-1707	01711-005462 reza_civil@yahoo.com rezaul@duet.ac.bd
28.	Dr. K.M. Azharul Hasan Professor	Department of Computer Science and Engineering Khulna University of Engineering & Technology, Khulna-9203	01714-087273 az@cse.kuet.ac.bd azhasan@gmail.com
29.	Dr. M. Moynul Haque Professor	Department of Agronomy Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706	01711-908640 moynul60@yahoo.com moynul60@bsmrau.edu.bd
30.	Dr. Md. Ashraful Islam Khan Professor essor	Department of Population Science & Human Resource Development University of Rajshahi, Rahshahi-6205	01745-786558 khan75ru@ru.ac.bd khan75ru@gmail.com
31.	Dr. Md. Nazrul Islam Professor	Faculty of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences Sylhet Agricultural University, Sylhet-3100	01711-934644 mnislam58@yahoo.com
32.	Dr. Md. Rezaul Karim Professor	Department of Urban and Rural Planning. Khulna University, Khulna-9208	01915-026288 rkarim1960@yahoo.com
33.	Dr. Md. Enayet Hossain Professor	Department of Tourism and Hospitality Management University of Rajshahi, Rajshahi-6205	01746-583853 01711-461460 mehossain@yahoo.com
34.	Dr. Md. Kamrul Alam Khan Professor	Department of Physics Jagannath University-1100 & Vice Chancellor Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science & Technology University, Malancha, Melandah, Jamalpur-2012	01911-357447 01712-974344 kakhan01@yahoo.com

35.	Dr. Md. Mozahar Ali Professor	GTI, Bangladesh Agricultural University Mymensingh-2202 Residence: 3C, Graduate Garden, Foshiler more Bangladesh Agricultural University-2202	01711-391190 mozahar55@yahoo.co.uk mozahar55@gmail.com
36.	Dr. Md. Ashraful Alam Professor	Department of Chemistry Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3114	01718-364976 ashraf_sust@yahoo.com
37.	Dr. Md. Abdul Hakim Professor	Department of Economics Southeast University, 251/A & 252, Tejgoan I/A, Dhaka-1208	01711-549653 mahakim@seu.edu.bd mahakim.udda@gmail.com
38.	Dr. Ahmed Ahsanuzzaman Professor	Department of English Independent University Bangladesh (IUB), Plot-16, Block-B, Aftabuddinahmed Road, Bashundhara R/A, Dhaka-1212	01715-387868 ahsansubah@hotmail.com ahsanuzzaman@iub.edu.bd
39.	Dr. Khandokar Saif Uddin Professor essor	Department of Quantitative Science (Statistics) International University of Business Agriculture and Technology, 4 Embankment Drive Road, Sector-10, Uttara, Dhaka-1230	01716-923295 kh.saifuddin@hotmail.com
40.	Dr. Mushfique Ahmed Professor	Department of Geology & Mining University of Rajshahi, Rajshahi-6505	01741-550108 mushfique@ru.ac.bd
41.	Dr. Md. Asaduzzaman Khan Professor	Department of Soil Science Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207	01552-498705 makhan_sau@ymail.com
42.	Dr. Md. Zainul Abedin Professor	Department of Farm Structure and Environmental Engineering (FSEE) Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202	01762-628209 mzabedin95@yahoo.com
43.	Dr. Muhammad Sayadur Rahaman Professor essor	Department of Chemistry Comilla University, Cumilla-3506	01711-398311 sayadur@yahoo.com
44.	Professor essor Dr. Md. Sirajul Islam Prodhan	Department of Civil Engineering Dhaka International University, Dhaka-1213	01746-437321 prodhan_serajul@yahoo.com
45.	Dr. Md. Asharaful Alam Professor	Department of Applied Chemistry & Chemical Engineering, Noakhali Science and Technology University, Noakhali-3814	01919-818044 ashraf.nstu@yahoo.com ashraf.nstu@gmail.com
46.	Dr. Md. Shahidul Islam Professor	Department of Plant Pathology Patuakhali |Science and Technology University, Patuakhali- 8602 &	01941-043122 shahidulplp@gmail.com

		Vice Chancellor, Trust University, Barishal-8200	
47.	Dr. Razina Sultana Professor	Department of Social Welfare Jagannath University, Dhaka-1100	01712-828554 sultana_razina@yahoo.com
48.	Dr. Md. Mosharraf Hossain Professor	Department of Industrial Production & Engineering Rajshahi University of Engineering & Technology, Rajshahi-6204	01713-228545 head@ipe.ruet.ac.bd
49.	Dr. Monjurul Alam Professor	Institute of Modern Languages University of Chittagong, Chattogram-4331	01726-047272 monjurul_74@yahoo.com
50.	Dr. Jude William Genilo Professor	Department of Media Studies and Journalism University of Liberal Arts Bangladesh, 688 Beribadh road, Mohammadpur, Dhaka-1207	01713-092787 jude.genilo@ulab.edu.bd
51.	Professor essor Dr. Md. Nazrul Islam	Department of Business Administration Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3314	01712-817424 dnislam69@yahoo.com
52.	Dr. Md. Hazrat Ali Professor	Department of Civil Engineering Chittagong University of Engineering and Technology, Chattogram-4349	01819-983779 pdmhali@cuet.ac.bd
53.	Dr. Bishwajit Chandra Deb Professor	Department of Accounting University of Comilla, Cumilla-3506	01711-888986 deb.bishu@yahoo.com
54.	Dr. Md. Abiar Rahman Professor essor	Faculty of Agriculture Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur-1706	01552-495452 abiar@bsmrau.edu.bd
55.	Dr. Md. Abdul Awwal Biswas Professor	House No.-832 Sky View Paragon, 3rd Floor, B-4, Ibrahimpur, Dhaka Cantonment, Dhaka	01711966412 awwal_biswas@yahoo.com

১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাক্রেডিটেশন লক্ষ্যে আবেদনকৃত মোট প্রোগ্রামের সংখ্যা এবং প্রোগ্রামের নাম

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	প্রোগ্রাম সংখ্যা
১.	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, সাভার, ঢাকা	০৭টি
২.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা	১২টি
৩.	প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম	১৫টি
৪.	ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা	০৪টি
৫.	ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগং, চট্টগ্রাম	১২টি
৬.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	০২টি
৭.	বিজিএমএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি	১৩টি
৮.	বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	০৫টি
৯.	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্স বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম	০২টি
১০.	ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা	০৪টি
১১.	আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০৩টি
	মোট ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়	৭৯টি

Serial No.	**Name of Programs**
1.	B.Sc in EEE (Electrical and Electronic Engineering)
2.	B.Sc in CSE (Computer Science and Engineering
3.	B.Sc in Software Engineering
4.	B.Sc in Nutrition and Food Engineering
5.	B.Sc in Genetic Engineering Biotechnology
6.	B.Sc in Civil Engineering
7.	B.Sc in Textile Engineering
8.	B.Sc in Knitwear Engineering
9.	B.Sc in Industrial Engineering
10.	B.Sc in Textile Engineering and Management
11.	B.Sc in Multimedia and Creative Technology
12.	B.Sc (Hons) in Biochemistry and Biotechnology
13.	B.Sc (Hons) in Fisheries
14.	B.Sc (Hons) in Economics
15.	B.Sc (Hons) in Mathematics
16.	B.Sc in Apparel Manufacturing and Technology
17.	B.Sc in Fashion Design and Technology
18.	B.SS in Sociology
19.	B.SS (Hons) in Sociology and Sustainable Development
20.	B.SS (Hons) in Economics
21.	B.SS in Information Studies
22.	B.A. (Hons) in English
23.	B.A. in Fashion Studies
24.	B.S.S. in Political Science
25.	B.BA. (Bachelor of Business Administration.)
26.	Bachelor of Architected
27.	Bachelor of pharmacy (Hons)
28.	Bachelor of Apparel Merchandising and Management

29.	LLB. (Hows) (Bachelor of Law.)
30.	MBA (Regular)
31.	MBA (Executive)
32.	MBA (Evening)
33.	M.Sc in Economics
34.	M.Sc in Mathematics
35.	M.SS. in Economics
36.	M.A. in English
37.	M.Sc in Biochemistry and Molecular Biology
38.	M.Sc in Fashion Design
39.	M.Sc in Textile Engineering
40.	L.LM (Master of Law)
41.	MPH (Master of public Stealth)
42.	MBM (Master of Bank Management)
43.	DVM (Doctor of Veterinary Medicine